Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২৫

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

সূরা শুরা মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৫৩ রুকূ ঃ ৫

١ حٰمٓ ٢ عٓسٓقٓ ٣ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ

১। হ্বা-মী—ম ২। 'আই—ন্ সী—ন ক্বা—ফ্। ৩। কাযা-লিকা ইউহ্বী~ ইলাইকা ওয়া ইলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিকাল্ লা-হুল্

(১) হ্বা-মী-ম, (২) 'আইন-সী-ন ক্বা-ফ। (৩) মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٤ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

'আযীযুল্ হাকীম। ৪। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আর্‌দ্বি ; ওয়াহুয়াল্ 'আলিয়্যুল 'আজীম।

প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি তাঁরই (কর্তৃত্বে)। তিনি উচ্চতর, মহত্তম।

٥ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

৫। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্বত্বার্‌না মিন্ ফাওক্বিহিন্না ওয়াল্ মালা—ইকাতু ইউসাব্বিহূনা বিহ্বাম্‌দি রাব্বিহিম

(৫) মনে হয় যেন আকাশ উপর হতে ফেটে পড়ে। আর ফিরিশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করছে

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٦ وَالَّذِيْنَ

ওয়া ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূনা লিমান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ; আলা~ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গাফূরুর্ রাহ্বীম। ৬। ওয়াল্লাযীনাত্

এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী, মহা করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

তাখাযূ মিন্ দূনিহী~আওলিয়া—আল্লা-হু হ্বাফীজুন্ 'আলাইহিম্, ওয়ামা~আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল্।

ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন, (হে নবী!) আপনি তাদের ব্যবস্থাপক নন।

٧ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

৭। ওয়া কাযা-লিকা আওহ্বাইনা~ইলাইকা কুরআ-নান্ 'আরাবিয়্যাল্ লিতুন্‌যিরা উম্মাল্ কুরা- ওয়া মান্ হ্বাওলাহা-

(৭) এভাবে আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় আপনার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে মক্কাবাসীগণকে এবং এর চার পাশের অধিবাসীগণকে সতর্ক করে দিতে পারেন

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

ওয়া তুন্‌যিরা ইয়াওমাল্ জ্বাম্'ই লা-রাইবা ফীহি ; ফারীকুন্ ফিল্ জ্বান্নাতি ওয়া ফারীকুন্ ফিস্ সা'ঈর।

এবং সতর্ক করতে পারেন সমবেত দিবস (কিয়ামত) সম্পর্কে। যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন এক দল জান্নাতে যাবে আর একদল জাহান্নামে যাবে।

٨ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ

৮। ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাজ্বা'আলাহুম উম্মাতাওঁ ওয়া-হ্বিদাতাওঁ ওয়ালা-কিঁই ইউদ্‌খিলু মাঁই ইয়াশা—উ ফী রাহ্বমাতিহী ;

(৮) আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে, তাদের সবকে একই দলভুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি (আল্লাহ) যাকে চান তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ٩ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ

ওয়াজ্ জা-লিমূনা মা-লাহুম্ মিওঁ ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ৯। আমিত্তাখাযূ মিন্ দুনিহী~আওলিয়া—আ,

অত্যাচারীদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। (৯) তারা (কাফিরেরা) কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে?

১ ৬ ২ রুকূ

فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٠ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

ফাল্লা-হু হুওয়াল্ ওয়ালিয়্যু ওয়া হুওয়া ইউহ্বইল্ মাওতা-, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ১০। ওয়া মাখ্ তালাফ্‌তুম্

কিন্তু আল্লাহ (একমাত্র) তিনিইতো এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, তিনিই প্রতিটি বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১০) যে বিষয়ে তোমরা

فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ

ফীহি মিন্ শাইয়িন্ ফাহুক্‌মুহূ~ইলাল্লা-হি ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বী 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইহি

মতভেদ করছ, তার ফয়সালাতো আল্লাহর নিকট। তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক। আমি ভরসা করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁর দিকেই

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ كذالك - (অনুরূপ) অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী সব নবী (আ) গণের উপর তার সম্প্রদায়ের নিজ ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ ام القرى - (উম্মুলকুরা) - মক্কার নাম। মক্কা শরীফকে শহরসমূহের মাতা এজন্য বলা হয় যে, এটা আরবের অতি প্রাচীন শহর। মনে হয় যেন, এটি গোটা শহরের মা। এর থেকেই অন্যান্য শহরগুলোর সৃষ্টি। এখানে এর দ্বারা মক্কাবাসীকে বুঝান হয়েছে। حولها দ্বারা এর পূর্ব পশ্চিমের সব এলাকাকে বুঝান হয়েছে। يوم الجمع - সমবেতের দিন "দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ اختلفتم - দ্বীনের মতানৈক্য। যেমন- ইয়াহুদ ও খৃষ্টান এবং মুসলমান ও অমুসলিমের মধ্যে দ্বীনী মতভেদ।

أُنِيبُ ﴿١١﴾ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

উনীব। ১১। ফা-ত্বিরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্ফুসিকুম্ আযওয়া-জ্বাওঁ

প্রত্যাবর্তন করি। (১১) তিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে জোড়া (স্ত্রী)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ

ওয়া মিনাল্ আন্'আ-মি আয্ওয়া-জ্বান্, ইয়ায্রাউকুম্ ফীহি ; লাইসা কামিছ্লিহী শাইউন্, ওয়া হুওয়াস্ সামী'উল্

এবং চতুষ্পদ জন্তুরও জোড়া, এ পদ্ধতিতে তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন। কোন বস্তুই তাঁর সমকক্ষ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন ও

الْبَصِيرُ ﴿١٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

বাছীর। ১২। লাহূ মাক্বা-লীদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি, ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ

দেখেন। (১২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিগুলো তাঁরই কর্তৃত্বে। তিনি রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এবং যাকে চান সংকীর্ণ

وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوحًا

ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম ১৩। শারা'আ লাকুম্ মিনাদ্ দীনি মা-ওয়াস্ব্বা- বিহী নূহাওঁ

করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত। (১৩) তিনি তোমাদের জন্য সে দ্বীন বর্ণনা করেছেন, যে সম্পর্কিত নির্দেশ নূহকেও করা হয়েছিল,

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى أَنْ أَقِيمُوا

ওয়াল্লাযী~আওহ্বাইনা~ইলাইকা ওয়ামা- ওয়াস্ব্বাইনা- বিহী~ইবরা-হীমা ওয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা~আন্ আক্বীমুদ্

এবং যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি এবং যার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকেও, তা হল এই যে, তোমরা দ্বীনকে

الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللّٰهُ يَجْتَبِي

দীনা ওয়ালা- তাতাফার্রাক্বূ ফীহি ; কাবুরা 'আলাল্ মুশ্রিকীনা মা-তাদ্'উহুম্ ইলাইহি ; আল্লা-হু ইয়াজ্তাবী~

কায়েম কর, এবং এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি কর না; (হে নবী!) আপনি মুশরিকদেরকে যে দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। আল্লাহ যাকে

إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٤﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

ইলাইহি মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্দী~ইলাইহি মাই ইউনীব। ১৪। ওয়ামা- তাফার্রাক্বূ~ইল্লা- মিম্ বা'দি মা-

ইচ্ছা তাকে দ্বীনের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন এবং যে তাঁর দিকে প্রবর্তিত হয়, তাকে তিনি সত্য পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তারা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى

জ্বা—আ হুমুল্ 'ইল্মু বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বাত মির্ রাব্বিকা ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মাল্

করেছে, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরে এবং সেটা শুধু তাদের পারস্পরিক বিদ্রোহের কারণে। যদি আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ مقاليد - আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ও চাবি। আকাশের ধনভান্ডারের চাবি হচ্ছে– বৃষ্টি এবং পৃথিবীর চাবি হচ্ছে উৎপাদিত বস্তু। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ اقيموا الدين - (দ্বীনের উপর কায়েম থাক) দ্বীন দ্বারা বুঝানো হয়েছে– আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাওহীদ, রাসূলের আনুগত্যতা এবং আল্লাহর শরীয়তকে মেনে চলা। নবীগণের উপরই এ দ্বীন জারী ছিল। তারা এ দ্বীনের দাওয়াত নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন। যদিও প্রত্যেক নবীর শরীয়ত এবং পদ্ধতিতে কতিপয় সামান্য মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু উল্লেখিত মৌলিক ব্যাপারে সবার মধ্যে মিল ছিল।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ وما تفرقوا ..... العلم - অর্থাৎ তারা মতভেদ তখন শুরু করে, যখন তাদের কাছে (দ্বীনী) জ্ঞান, হেদায়েত এবং প্রমাণাদি এসে পৌছে। এ মতভেদ ছিল শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা ও হিংসার কারণে।

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ; ওয়া ইন্নাল্লাযীনা উরিছুল্ কিতা-বা মিম্ বা'দিহিম লাফী শাক্কিম্ মিন্হু

না হত, তবে নিশ্চয়ই তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পরে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তারাও সে সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে

مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ

মুরীব্। ১৫। ফালিযা-লিকা ফাদ্'উ, ওয়াস্তাক্বিম্ কামা~উমির্তা ওয়ালা- তাত্তাবি' আহ্ওয়া—আহুম ওয়া কুল্

দ্বিধাগ্রস্ত। (১৫) সুতরাং আপনি এ দ্বীনের দিকে ডাকুন এবং কায়েম থাকুন, যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অনুসরণ করবেন না তাদের প্রবৃত্তির এবং বলুন, যে কিতাব আল্লাহ

ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ

আ-মান্তু বিমা~আন্যালাল্লা-হু মিন্ কিতা-বিন্, ওয়া উমির্তু লি'আদিলা বাইনাকুম ; আল্লা-হু রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুকুম ;

অবতীর্ণ করেছেন তা আমি বিশ্বাস করি, এবং আমি নির্দেশিত হয়েছি। যাতে আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার কায়েম করি, আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব;

لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ

লানা~'আমা-লুনা- ওয়ালাকুম্ 'আমা-লুকুম ; লা-হুজ্জাতা বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম ; আল্লা-হু ইয়াজ্মা'উ বাইনানা-

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই; আল্লাহ আমাদের সকলকে সমবেত করবেন

وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ

ওয়া ইলাইহিল্ মাস্বীর। ১৬। ওয়াল্লাযীনা ইউহ্বা—জ্বূনা ফিল্লা-হি মিম্ 'বাদি মাস্ তুজ্বীবা লাহূ

এবং তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৬) যারা আল্লাহকে স্বীকার করার পরে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ঝগড়া করে, তাদের

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ ٱللَّهُ

হুজ্জাতুহুম্ দা-হ্বিদ্বাতুন্ 'ইন্দা রাব্বিহিম্ ওয়া 'আলাইহিম গাদ্বাবুও ওয়া লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ। ১৭। আল্লা-হুল্

প্রতিপালকের নিকট প্রমাণাদি অসত্য এবং তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১৭) আল্লাহ,

ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ

লাযী~আন্যালাল্ কিতা-বা বিল্ হাক্কি ওয়াল্ মীযা-না ; ওয়ামা- ইউদ্রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা

যিনি অবতীর্ণ করেছেন, সত্যসহ কিতাব এবং দাঁড়িপাল্লা। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত অতি

قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ

ক্বারীব। ১৮। ইয়াস্'তাজ্বিলু বিহাল্লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিহা-, ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মুশ্ফিক্বূনা

নিকটবর্তী? (১৮) যারা এতে বিশ্বাস করে না, তারা এটা অতি দ্রুত কামনা করছে। আর যারা মুমিন, তারাতো এ (কিয়ামত) কে ভয়

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ ولا تتبع اهوائهم - অর্থাৎ কাফির মুশরিকদের মনগড়া কার্যক্রম, অনুরোধ ও প্রস্তাবের অনুসরণ করবেন না।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬) ঃ ما استجيب له - অর্থাৎ (যেদিন আল্লাহ সব রূহকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? সবাই বলেছিল, হ্যাঁ) সে ওয়াদা দিবসে আল্লাহকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করে নেয়ার পরেও এ ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথবা, ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর কথা তাওরাতে মেনে ছিল। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ انزل الكتاب - الكتاب - (কিতাব) দ্বারা এখানে সব নবীদের কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যে, সব কিতাবই সত্য ও সঠিক। অথবা বিশেষভাবে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। الميزان - (দাঁড়ি পাল্লা) দ্বারা ন্যায় ইনসাফকে বুঝানো হয়েছে। لعل - ইমাম যাহেদী বলেন, لعل (সম্ভবতঃ) এখানে নিশ্চয়তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামত অতি নিকটবর্তী।

مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي

মিন্‌হা- ওয়া ই'য়ালামূনা আন্নাহাল্ হাক্কু ; আলা~ইন্নাল্লাযীনা ইউমা-রূনা ফিস্ সা-'আতি লাফী
করে এবং তারা জানে নিশ্চয়ই তা সত্য। জেনে রাখ! যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিরোধ করে, তারা নিশ্চয়ই ঘোর ভ্রান্তির

ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٩﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ ২ ع ৩ রুকূ

দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ। ১৯। আল্লা-হু লাত্বীফুম্ বি'ইবা-দিহী ইয়ারযুকু মাঁই ইয়াশা—উ, ওয়া হুওয়াল্ ক্বাওয়িয়্যুল্ 'আযীয।
মধ্যে রয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়াশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন রুজী দান করেন। তিনি ক্ষমতাবান, মহা প্রতাপশালী।

﴿٢٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

২০। মান্ কা-না ইউরীদু হার্‌ছাল্ আ-খিরাতি নাযিদ্ লাহূ ফী হার্‌ছিহী, ওয়ামান্ কা-না ইউরীদু হার্‌ছাদ্
(২০) যে পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য ফসল বৃদ্ধি করি এবং যে ইহকালীন ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا

দুন্‌ইয়া- নু'তিহী মিন্‌হা-ওয়ামা- লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্ নাছীব। ২১। আম্ লাহুম্ শুরাকা—উ শারা'উ
থেকে কিছু দেই; এবং পরকালে তার জন্য কোন ভাগই থাকবে না। (২১) তাদের জন্য কি (আল্লাহর সাথে) এমন কতগুলো শরীক আছে,

لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ

লাহুম্ মিনাদ্ দীনি মা-লাম্ ইয়া'যাম্ বিহিল্লা-হু ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুল্ ফাস্বলি লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ;
যারা দ্বীনের এমন কিছু নির্দেশাবলী জারী করেছে, যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি ফয়সালার বাণী না থাকত, তবে অবশ্যই তাদের মাঝে ফয়সালা করা হত।

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ

ওয়া ইন্নাজ্ জা-লিমীনা লাহুম 'আযা-বুন্ আলীম। ২২। তারাজ্ জা-লিমীনা মুশ্‌ফিক্বীনা মিম্মা- কাসাবূ ওয়া হুওয়া
নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি অত্যাচারী দেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-শংকিত দেখতে

وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ

ওয়া-ক্বি'উম্ বিহিম ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফী রাওদ্বা-তিল্ জান্না-তি, লাহুম্
পাবেন; আর এটাই (কর্মের শাস্তি) তাদের ওপর ঘটবে। আর যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের বাগিচায়। তারা

مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ

মা- ইয়াশা—উনা 'ইন্‌দা রাব্বিহিম ; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর। ২৩। যা-লিকাল্ লাযী ইউবাশ্‌শিরুল্লা-হু
যা কামনা করবে তা তাদের প্রতিপালকের কাছে (মওজুদ) পাবে। এটাই (আল্লাহর) অতি মেহেরবানী। (২৩) এই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ حرث - (ক্ষেত) অর্থ বীজ ক্ষেত। এখানে রূপকভাষা হিসেবে আমলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জগতে যারা নেক আমল করবে ও পরিশ্রম করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের পরকালের ক্ষেতকে বাড়িয়ে দিবেন। অর্থাৎ এক একটি আমলের বিনিময় দশগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। (কুঃ কারীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ২৩) ঃ قل لا اسئلكم - হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, কতিপয় কাফির সমবেত হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল যে, তোমরা কি জান, মুহাম্মদ (স) যে কাজ করতেছে, অর্থাৎ আল্লাহর (একত্ববাদের) দিকে লোকদেরকে আহবান করতেছে এর বিনিময় কি কিছু সে পারিশ্রমিক চায়? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ কাদেরী)

عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا

'ইবা-দাহুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-হ্বিলা-তি, কুল্ লা~আস্আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল্
সুখবরই আল্লাহ তাঁর সে সব বান্দাগণকে দেন, যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, বলুন! আমি তোমাদের (দাওয়াতের বিনিময়),

الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

মাওয়াদ্দাতা ফিল্ ক্বুরবা- ; ওয়া মাইঁ ইয়াক্বতারিফ্ হ্বাসানাতান্ নাযিদ্ লাহূ ফীহা- হ্বুস্নান ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন্
আত্মীয়তার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন পারিশ্রমিক চাইন না। যে নেক কাজ করে আমি তার নেকের সাথে আরও নেক বৃদ্ধি করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল

شَكُوْرٌ ﴿২৪﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ

শাকূর। ২৪। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্, ফাইঁয় ইয়াশাইল্লা-হু ইয়াখ্তিম্ 'আলা- ক্বাল্বিকা ;
গুণগ্রাহী। (২৪) তারা কি বলে যে, সে (নবী) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে আপনার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিতেন

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

ওয়া ইয়াম্হুল্লা-হুল্ বা-ত্বিলা ওয়া ইউহ্বিক্বকুল্ হ্বাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব স্বুদূর।
এবং আল্লাহ অসত্যকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে কায়েম করেন। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অন্তরের খবরসম্পর্কে অবহিত।

﴿২৫﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

২৫। ওয়া হুওয়াল লাযী ইয়াক্ববালুত্ তাওবাতা 'আন্ 'ইবা-দিহী ওয়া ইয়া'ফূ 'আনিস্ সায়্যিআ-তি ওয়া ই'য়ালামু মা-তাফ্'আলূন।
(২৫) তিনিই আল্লাহ, তাঁর বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে তিনি খুব জানেন।

﴿২৬﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ

২৬। ওয়া ইয়াস্তাজ্বীবুল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া ইয়াযীদুহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী ;
(২৬) তিনি মুমিনগণের ও সৎকর্মশীলদের প্রার্থনা কবুল করেন। এবং তাদের প্রতি তাঁর রহমত বাড়িয়ে দেন;

وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿২৭﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى

ওয়াল্ কা-ফিরূনা লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ। ২৭। ওয়ালাও বাসাত্বাল্লা-হুর্ রিয্ক্বা লি'ইবা-দিহী লাবাগাও ফিল্
আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি

الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿২৮﴾ وَهُوَ الَّذِىْ

আর্দ্বি ওয়ালা- কিইঁ ইউনায্যিলু বিক্বাদারিম্ মা-ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ বি'ইবাদিহী খাবীরুম্ বাস্বীর। ২৮। ওয়া হুওয়াল্লাযী
পরিমাণ মত, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করেন। তিনি তাঁর বান্দাগণ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন ও দেখেন। (২৮) তিনিই,

يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿২৯﴾ وَمِنْ

ইউনায্যিলুল্ গাইছা মিম্ 'বাদি মা-ক্বানাতূ ওয়া ইয়ান্শুরু রাহ্মাতাহূ ; ওয়া হুওয়াল্ ওয়ালিইয়্যুল্ হ্বামীদ। ২৯। ওয়া মিন্
মানুষের হতাশ হয়ে যাবার পরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। তিনিই (আল্লাহ) অভিভাবক, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর

اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ

আ-য়া-তিহী খাল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ওয়ামা- বাছ্ছা ফীহিমা- মিন্ দা—ব্বাতিন ; ওয়া হুওয়া 'আলা- জ্বাম্'ইহিম্

নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে যে সব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই সেগুলো সমবেত

اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿৩০﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا ৩ ع ৪ রুকূ

ইযা- ইয়াশা—উ ক্বাদীর। ৩০। ওয়ামা~আস্বা-বাকুম্ মিম্ মুস্বীবাতিন্ ফাবিমা- কাসাবাত্ আইদীকুম্ ওয়া ই'য়াফূ

করতে সামর্থ্যবান। (৩০) এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদাপদ এসে পৌছে, সেগুলো তোমাদের কৃতকর্মের পরিণাম। তিনিতো তোমাদের অনেক গুনাহ

عَنْ كَثِيْرٍ ﴿৩১﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ صلے ج وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ এক চতুর্থাংশ

'আন্ কাছীর। ৩১। ওয়ামা~আনতুম্ বি'মুজ্বিযীনা ফিল্ আর্দ্বি, ওয়ামা- লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিওঁ

মার্জনা করে দেন। (৩১) তোমরা কখনও পৃথিবীতে আল্লাহকে আপারগ করতে পারেব না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক

وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿৩২﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿৩৩﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ

ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ৩২। ওয়া মিন আ-য়া-তিহিল্ জ্বাওয়া-রি ফিল্ বাহ্‌রি কাল্ 'আলা-ম। ৩৩। ইঁয় ইয়াশা' ইউস্‌কিনির্

ও সাহায্যকারী নেই। (৩২) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, সমুদ্রে চলমান নৌযানগুলো যা পাহাড় সমতুল্য। (৩৩) যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে বায়ুকে

الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

রীহ্বা ফাইয়াজ্‌লাল্‌না রাওয়া-কিদা 'আলা- জাহ্‌রিহী ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর।

থামিয়ে রাখতে পারেন, ফলে নৌযানগুলো সমুদ্রের উপরিভাগে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য।

﴿৩৪﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿৩৫﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ

৩৪। আও ইউবিক্বহুন্না বিমা- কাসাবূ ওয়া ই'য়াফু 'আন্ কাছীর। ৩৫। ওয়া ই'য়ালামাল্ লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~

(৩৪) আল্লাহ যদি চান তবে সেগুলোকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অনেককেই তিনি মার্জনাও করেন। (৩৫) আর, যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে

اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿৩৬﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

আ-য়া-তিনা- ; মা-লাহুম্ মিম্ মাহ্বীস্ব। ৩৬। ফামা~উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-,

তর্ক করে, তারা জেনে নিবে যে, তাদের পলায়নের কোনই জায়গা নেই। (৩৬) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿৩৭﴾ وَالَّذِيْنَ

ওয়ামা- 'ইন্দাল্লা-হি খাইরুওঁ ওয়া আব্‌ক্বা- লিল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আলা- রাব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালূন। ৩৭। ওয়াল্লাযীনা

এবং আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে, (৩৭) আর

○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত যেমন বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন সময়ে নানান উপায় অবলম্বনের কারণে হাসিল হয়, অনুরূপ বিপদাপদও বিশেষ কিছু উপায় অবলম্বনের কারণে হয়। যেমন, মানুষ যখন কোন বিপদে আক্রান্ত হয় তখন তা হয় তার কোন আমলের নিকটতম অথবা দূরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারণে। যেমন খাওয়া-দাওয়ায় অসাবধানতার কারণে মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগতে হয় কিংবা এতে মারাও যায় অনেকে। অনুরূপ মানুষের বিপদ আপদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। পৃথিবীর সকল ধরনের সংকটই মানুষের অতীত কৃতকর্মের কারণে হয়ে থাকে। আর এতে ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতার পথও অবলম্বন করা যায়। এর কারণে মানুষ অনেক পাপ থেকেও বাঁচতে পারে। (শাঃ হিঃ)

يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ

ইয়াজ্তানিবূনা কাবা—ইরাল্ ইছ্মি ওয়াল্ ফাওয়া-হ্বিশা ওয়া ইযা- মা- গাদ্বিবূ হুম্ ইয়াগ্ফিরূন। ৩৮। ওয়াল্লাযীনাস্

যারা বেঁচে থাকে কবীরা গুনাহ হতে এবং অশ্লীল (খারাপ) কাজ হতে এবং ক্রোধের সময়ও ক্ষমা করে দেয়। (৩৮) আর যারা

ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ

তাজ্বা-বূ লিরাব্বিহিম্ ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আম্রুহুম্ শূরা- বাইনাহুম্, ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্

তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে যারা তাদের কাজগুলো করে এবং তারা আমার দেয়া রিযিক হতে

يُنفِقُونَ ﴿٣٩﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٤٠﴾ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

ইউন্ফিকূন। ৩৯। ওয়াল্লাযীনা ইযা~আস্বা-বাহুমুল্ বাগ্ইউ হুম্ ইয়ান্তাস্বিরূন। ৪০। ওয়া জ্বাযা—উ সায়্যিআতিন্ সায়্যিআতুম্

ব্যয় করে (৩৯) এবং তারা নির্যাতিত হলে তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়। (৪০) মন্দের বিনিময় অনুরূপ মন্দই, যে মাফ করে দেয়

مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَلَمَنِ

মিছ্লুহা-, ফামান্ 'আফা-ওয়া আস্বলাহ্বা ফাআজ্রুহূ 'আলাল্লা-হি ; ইন্নাহূ লা- ইউহ্বিব্বুজ্ জা-লিমীন। ৪১। ওয়া লামানিন্

এবং পরস্পরে ফয়সালা করে, তার প্রতিদান আল্লাহরই নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না অত্যাচারীদেরকে। (৪১) তবে যে ব্যক্তি

ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٢﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ

তাস্বারা 'বাদা জুল্মিহী ফাউলা—ইকা মা-'আলাইহিম্ মিন্ সাবীল। ৪২। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্ লাযীনা

অত্যাচারিত হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে সে ব্যক্তির উপর (শাস্তিমূলক) ব্যবস্থা আরোপ করা হবে না। (৪২) শুধু মাত্র ব্যবস্থা নেয়া হবে তাদের

يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

ইয়াজ্লিমূনান্ না-সা ওয়া ইয়াব্গূনা ফিল্ আর্দ্বি বিগাইরিল্ হ্বাক্বক্বি ; উলা—ইকা লাহুম্ 'আযা-বুন্

বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক

৪ ع ১৪ ৫ রুকূ

أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٤﴾ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ

আলীম। ৪৩। ওয়া লামান্ স্বাবারা ওয়া গাফারা ইন্না যা-লিকা লামিন্ 'আয্মিল্ উমূর। ৪৪। ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু

শাস্তি। (৪৩) আর যে কেহ ধৈর্য্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৪৪) আল্লাহ যাদের

فَمَا لَهُۥ مِن وَلِىٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ

ফামা-লাহূ মিওঁ ওয়া লিয়্যিম্ মিম্ বা'দিহী ; ওয়া তারাজ্ জা-লিমীনা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-বা ইয়াকূলূনা

পথভ্রষ্ট করেন, এরপরে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আপনি দেখবেন, অত্যাচারীরা, যখন শাস্তি অবলোকন করবে, তখন তারা বলবে, আমাদের

هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٥﴾ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ

হাল্ ইলা- মারাদ্দিম্ মিন্ সাবীল। ৪৫। ওয়া তারা-হুম্ ইউ'রাদ্বূনা 'আলাইহা- খা-শি'ঈনা মিনায্ যুল্লি

ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি? (৪৫) এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে,

يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا

ইয়ানজুরূনা মিন্ ত্বারফিন্ খাফিয়্যিন ; ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা আমানূ ~ইন্নাল্ খা-সিরীনাল্ লাযীনা খাস্বিরূ ~

তারা লাঞ্ছনা-অপমাননায় মাথা নিচু করে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। তখন মুমিনগণ তাদেরকে বলবে, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন

أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا

আন্‌ফুসাহুম ওয়া আহ্‌লীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; আলা ~ইন্নাজ জা-লিমীনা ফী 'আযা-বিম্ মুক্বীম। ৪৬। ওয়ামা-

নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখুন! অত্যাচারীরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবেই। (৪৬) তাদের

كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن

কা-না লাহুম্ মিন্ আওলিয়া—আ ইয়ানসুরূনাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ; ওয়া মাই ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিন্

জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য আর এমন কেউ সাহায্যকারী হবে না, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য অন্য আর কোন

سَبِيلٍ ﴿٤٧﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ

সাবীল। ৪৭। ইস্‌তাজীবূ লিরাব্বিকুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আই ই'য়াতিয়া ইয়াওমুল্ লা- মারাদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হি ;

পথ নেই। (৪৭) তোমার প্রতিপালকের নির্দেশবলী মেনে নাও সেদিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যা আল্লাহ থেকে আনবার নয়।

مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿٤٨﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

মা-লাকুম্ মিম্ মাল্‌জ্বাইঁ ইয়াওমাইযিও ওয়ামা- লাকুম্ মিন্ নাকীর। ৪৮। ফাইন্ আ'রাদ্বূ ফামা ~আর্‌সাল্‌না-কা 'আলাইহিম

সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় কেন্দ্র থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য তা প্রতিরোধ করার কেউ থাকবে না। (৪৮) (এরপরেও) যদি তারা মুখ ফিরায়, তবে আমি আপনাকে

حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ

হাফীজান ; ইন্ 'আলাইকা ইল্লাল্ বালা-গু ; ওয়া ইন্না ~ইযা ~আযাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্না- রাহ্‌মাতান্ ফারিহা বিহা-,

তাদের রক্ষক করে প্রেরণ করিনি। আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। যখন আমি কোন মানুষকে আমার তরফ হতে অনুগ্রহের স্বাদ উপভোগ করাই,

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٩﴾ لِّلَّهِ مُلْكُ

ওয়া ইন্ তুস্বিবহুম সায়্যিআতুম্ বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইন্নাল্ ইন্‌সা-না কাফূর। ৪৯। লিল্লা-হি মুল্‌কুস্

তখন সে তাতে অত্যন্ত খুশী হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে, তাদের উপর কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) আকাশ ও

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; ইয়াখ্‌লুকু মা- ইয়াশা—উ ; ইয়াহাবু লিমাই ইয়াশা—উ ইনা-ছাওঁ ওয়া ইয়াহাবু

পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহরই জন্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি

لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٥٠﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ

লিমাই ইয়াশা—উয্ যুকূর। ৫০। আও ইউযাওয়্যিজুহুম যুক্‌রা-নাওঁ ওয়া ইনা-ছান্, ওয়া ইয়াজ্‌'আলু মাই ইয়াশা—উ

পুত্র সন্তান দান করেন। (৫০) অথবা যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি পুত্র, কন্যা উভয়ই দান করেন। এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বন্ধ্যা

عَقِيمًاۚ اِنَّهٗ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ

'আক্বীমান ; ইন্নাহূ 'আলীমুন ক্বাদীর। ৫১। ওয়ামা- কা-না লিবাশারিন্ আই ইউকাল্লিমাহুল্লা-হু ইল্লা- ওয়াহ্ইয়ান আও মিঁও

করে রাখেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান। (৫১) মানুষের জন্য এটা কখনই হতে পারে না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবে ওহী ব্যতিরেকে, বা পর্দার

وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُۚ اِنَّهٗ عَلِىٌّ

ওয়ারা—ই হ্বিজা-বিন্ আও ইউরসিলা রাসূলান্ ফাইউহ্বিয়া বিইয্নিহী মা- ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ 'আলিয়্যুন্

আড়াল ব্যতিরেকে বা কোন ফিরিশতা প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে ফিরিশতা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহ যা চান তা-ই ওহী করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান,

حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَاۚ مَا كُنْتَ تَدْرِى

হ্বাকীম। ৫২। ওয়া কাযা-লিকা আওহ্বাইনা~ইলাইকা রূহাম্ মিন্ আম্‌রিনা-; মা- কুন্‌তা তাদরী

বিজ্ঞ। (৫২) (হে নবী!) অনুরূপভাবে আমি আপনার নিকট রূহ (কুরআন) প্রেরণ করেছি, অর্থাৎ আমার নির্দেশ (প্রেরণ করেছি)।

مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ

মাল কিতা-বু ওয়ালাল্ ঈমা-নু ওয়ালা-কিন্ জ্বা'আলনা-হু নূরান্ নাহ্দী বিহী মান্ নাশা—উ মিন্

আপনি এরপূর্বে জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান (বিষয়টি) কি!? আমি কুরআনকে নূর বানিয়েছি। যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য যাকে!

عِبَادِنَاۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِى

'ইবা-দিনা-; ওয়া ইন্নাকা লা তাহ্দী~ইলা- স্বিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৫৩। স্বিরা-ত্বি ল্লা-হিল্লাযী

ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এবং নিশ্চয়ই আপনিতো শুধু সরল সত্য পথ প্রদর্শন করছেন (৫৩) সে আল্লাহর পথ, যাঁর কর্তৃত্বে রয়েছে

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۚ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْاُمُورُ ع

লাহূ মা-ফিস্ সা-মা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্বি ; আলা~ইলাল্লা-হি তাস্বীরুল্ উমূর।

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সব কিছু। জেনে রাখুন! সব বিষয়গুলোই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

সূরা যুখরুফ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮৯ রুকূ ঃ ৭

(১) حٰمٓ (২) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (৩) اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১। হা-মী—ম্। ২। ওয়াল্ কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না- জা'আল্‌না-হু কুরআ-নান্ 'আরাবিইয়াল্ লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন।
(১) হা- মী-ম; (২) শপথ স্পষ্ট কিতাবের; (৩) আমি এ কিতাবকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবী ভাষা কুরআন রূপে। যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৪) وَاِنَّهٗ فِیْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَكِیْمٌ (৫) اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا

৪। ওয়া ইন্নাহূ ফী~উম্মিল্ কিতা-বি লাদাইনা- লা'আলিয়্যুন্ হাকীম। ৫। আফানাদ্বরিবু 'আন্‌কুমুয্ যিক্‌রা স্বাফ্‌হান্
(৪) এবং নিশ্চয়ই এ কুরআন রয়েছে, আমার নিকট লওহে মাহফুজে। অবশ্যই এ কুরআন মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাপূর্ণ। (৫) আমি কি তোমাদের থেকে ফিরিয়ে নিব কুরআনকে

اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ (৬) وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِیٍّ فِی الْاَوَّلِیْنَ (৭) وَمَا یَاْتِیْهِمْ

আন্ কুন্‌তুম্ ক্বাওমাম্ মুস্‌রিফীন। ৬। ওয়া কাম্ আর্‌সাল্‌না- মিন্ নাবিয়্যিন্ ফিল্ আওয়্যালীন। ৭। ওয়ামা- ইয়া'তীহিম
এজন্য যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৬) আমি পূর্ববর্তীলোকদের মাঝে কতই না নবী প্রেরণ করেছিলাম। (৭) যত নবী তাদের

مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ (৮) فَاَهْلَكْنَاۤ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰی مَثَلُ

মিন্ নাবিয়্যিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যি'ঊন। ৮। ফাআহ্‌লাক্‌না~আশাদ্দা মিন্‌হুম্ বাত্বশাওঁ ওয়া মাদ্বা-মাছালুল্
কাছে এসেছে, তাদেরকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, যারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। আর চলে আসছে

الْاَوَّلِیْنَ (৯) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ

আওয়্যালীন। ৯। ওয়া লাইন্ সাআল্‌তাহুম্ মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বা লাইয়াকূলুন্না খালাক্বাহুন্নাল্
এভাবে পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের দৃষ্টান্ত। (৯) আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, এগুলোর স্রষ্টা

الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ (১০) الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلًا

'আযীযুল 'আলীম ১০। আল্‌লাযী জা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বা মাহ্‌দাওঁ ওয়া জা'আলা লাকুম্ ফীহা- সুবুলাল্
মহা প্রতাপশালী, বিজ্ঞ আল্লাহ। (১০) যিনি তোমাদের জন্য করেছেন পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ এবং তার মাঝে করেছেন তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ, যাতে তোমরা

لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (১১) وَالَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً

লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন। ১১। ওয়াল্লাযী নায্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আম্ বিক্বাদারিন্, ফাআন্‌শার্‌না- বিহী বাল্‌দাতাম্
সঠিক রাস্তা পাও। (১১) তিনি (আল্লাহ) আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট মাত্রায়। অতঃপর আমি সে পানি দ্বারা মৃত (শুষ্ক) ভূ-খণ্ডকে জীবিত

مَّیْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (১২) وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

মাইতান্, কাযা-লিকা তুখ্‌রাজূন। ১২। ওয়াল্লাযী খালাক্বাল্ আয্‌ওয়া-জা কুল্লাহা- ওয়াজা'আলা লাকুম্ মিনাল্
(সতেজ) করি। এভাবেই তোমাদেরকে উঠানো হবে। (১২) তিনি সব কিছুকে জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, নৌযানসমূহ এবং

الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ (১৩) لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا

ফুল্‌কি ওয়াল্ আন্'আ-মি মা- তার্‌কাবূন। ১৩। লিতাস্‌তাউ 'আলা- জুহূরিহী ছুম্মা তায্‌কুরূ নি'মাতা রাব্বিকুম্ ইযাস্
চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে যাতে তোমরা আরোহণ করতে পার, (১৩) যাতে তোমরা তার পৃষ্ঠের উপর স্থির হয়ে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর,

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ تهتدون - অর্থাৎ এক দেশ হতে অন্য দেশে, অথবা এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তা করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্য উদ্দেশ্যের জন্য যেতে পার। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১২) ঃ خلق الازواج - অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ, নারী, ফল, ফুল, জীব-জন্তু ইত্যাদিসহ পৃথিবীর প্রতিটির পুলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে। কেহ বলেন, জোড়া দ্বারা বুঝান হয়েছে, বৈপরীত্য। অর্থাৎ একে অপরের বিপরীত। যেমন– আলো, আঁধার, রুগ্নতা-সুস্থতা, ইনসাফ-জুলুম, ভাল-মন্দ, ঈমান-কুফর এবং দুর্বল-সবল ইত্যাদি। কেহ বলেন, জোড়া দ্বারা শ্রেণীকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ সব শ্রেণী ও ধরন আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। (কুঃ কারীম)

اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ

তাওয়াইতুম্ 'আলাইহি ওয়া তাকূলূ সুব্হা-নাল্ লাযী সাখ্খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না-লাহূ মুক্বরিনীন।
এবং বল, তিনি অতি পবিত্র ও মহান, যিনি এগুলোকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমরা কখনও এগুলোকে আমাদের অধীন করতে সক্ষম ছিলাম না।

وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

১৪। ওয়া ইন্না~ইলা- রাব্বিনা- লামুনক্বালিবূন। ১৫। ওয়া জ্বা'আলূ লাহূ মিন্ 'ইবা-দিহী জুয্আন ; ইন্নাল্ ইন্সা-না লাকাফূরুম্
(১৪) অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। (১৫) আর তারা আল্লাহর কতিপয় বান্দাকে তাঁর অংশ নির্ধারণ করে, নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য

১ ع ১৫ ৭ রুকূ

مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ

মুবীন। ১৬। আমিত্ তাখাযা মিম্মা- ইয়াখ্লুক্বু বানাতিওঁ ওয়া আস্ফা-কুম্ বিল্ বানীন। ১৭। ওয়া ইযা- বুশ্শিরা আহাদুহুম
অকৃতজ্ঞ। (১৬) তবে কি তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যাসমূহ নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান মনোনীত করেছেন? (১৭) রহমান (আল্লাহ)-এর জন্য

بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ

বিমা- দ্বারাবা লির্রাহ্মা-নি মাছালান্ জাল্লা ওয়াজ্হুহূ মুস্ওয়াদ্দাওঁ ওয়া হুওয়া কাজীম। ১৮। আওয়া মাঁই ইউনাশ্শাউ ফিল্ হিল্ইয়াতি
তারা যা নির্ধারণ করে, সে কন্যাসন্তান সম্পর্কে তাদের কাউকে সু-সংবাদ দেয়া হলে তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং বিষণ্ন হয়ে পড়ে।
(১৮) তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে যা

وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ

ওয়া হুওয়া ফিল্ খিস্বা-মি গাইরু মুবীন। ১৯। ওয়াজ্বা'আলুল্ মালা—ইকাতাল লাযীনা হুম্ 'ইবা-দুর্ রাহ্মা-নি
লালিত-পালিত হয় গহনাপত্রে, এবং বিতর্ককালে যে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে অক্ষম? (১৯) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর বান্দা ফিরিশতাগণকে নারী স্থির

اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ

ইনা-ছান ; আশাহিদূ খাল্ক্বাহুম্, সাতুক্তাবু শাহা-দাতুহুম্ ওয়া ইউস্আলূন। ২০। ওয়া ক্বা-লূ লাও শা—আর্ রাহ্মা-নু
করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? অতিশীঘ্রই লিখিত হবে তাদের এ দাবি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, যদি রহমান (আল্লাহ)

مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

মা- 'আবাদ্না-হুম ; মা- লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ 'ইলমিন্ ইন্ হুম্ ইল্লা- ইয়াখ্রুস্বূন। ২১। আম্ আ-তাইনা-হুম্
ইচ্ছা না করতেন তবে আমরা তাদের ইবাদাত করতাম না। এ বিষয় তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু মিথ্যাই বানিয়ে বলছে। (২১) আমি কি তাদেরকে এ কুরআনের পূর্বে

كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوْۤا اِنَّا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ وَّاِنَّا

কিতা-বাম্ মিন্ ক্বাবলিহী ফাহুম্ বিহী মুস্তাম্সিকূন। ২২। বাল্ ক্বা-লূ~ইন্না- ওয়াজ্বাদ্না~আ-বা—আনা- 'আলা~উম্মাতিওঁ ওয়া ইন্না-
কোন কিতাব দিয়েছি যা তারা আঁকড়ে ধরে আছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি পদ্ধতির উপর পেয়েছি। নিশ্চয়ই আমরা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ اومن ينشؤا - কন্যাগণ পিতা-মাতার অতি আদর ও আহ্লাদে প্রতিপালিত হয়। এ কারণে তারা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার শক্তি রাখে না। দ্বিতীয়তঃ কোন তর্কযুদ্ধে তারা দলীল-প্রমাণাদিসহ স্পষ্টভাষায় কথা বলতে অক্ষম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে মহিলাদের বৈশিষ্ট্য এ ধরনের, আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন? এ আয়াতের অপবাদকারীদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ সম্পর্কে এ ধরনের অপবাদ দেয়া আদৌ ঠিক নয় (নাউজু বিল্লাহ)। (তাঃ কাদেরী)

عَلَىٰٓ اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ (২৩) وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ

'আলা~আ-ছা-রিহিম্ মুহ্‌তাদূন। ২৩। ওয়া কাযা-লিকা মা~আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফী ক্বার্‌ইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পথেই চলছি। (২৩) অনুরূপভাবে আপনার পূর্বেও যখন আমি কোন সতর্ককারী (রাসূল) কোন জনপদে প্রেরণ করেছি, তখন

اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

ইল্লা- ক্বা-লা মুত্‌রাফূহা~, ইন্না- ওয়াজাদ্‌না~আ-বা—আনা 'আলা~উম্মাতিওঁ ওয়া ইন্না- 'আলা~আ-ছা-রিহিম্ মুক্বতাদূন।

তাদের বিলাস জীবন-যাপনকারীরাও বলত যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এক পদ্ধতির উপর পেয়েছি, আমরাতো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

(২৪) قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ

২৪। ক্বা-লা আওয়ালাও জ্বি'তুকুম বিআহ্‌দা- মিম্মা- ওয়াজ্বাত্‌তুম 'আলাইহি আ-বা—আকুম ; ক্বা-লূ~ইন্না- বিমা~

(২৪) নবীগণ বলতেন, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর তোমরা পেয়েছ, তার চেয়েও যদি অধিকতর সঠিক পথ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি, (তবুও কি তাদের ভ্রান্ত পথে তোমরা চলবে?) তারা বলত, তোমরা যা

اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (২৫) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ ع

উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ২৫। ফান্‌তাক্বাম্‌না- মিন্‌হুম্ ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন।

সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার অস্বীকারকারী। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম; অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি ঘটেছে?

(২৬) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ (২৭) اِلَّا الَّذِيْ

২৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্‌রা-হীমু লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী~ইন্নানী বারা—উম্ মিম্মা- 'তাবুদূন। ২৭। ইল্লাল্লাযী

(২৬) স্মরণ করুন! যখন ইব্রাহীম বললেন, তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায়কে, নিশ্চয়ই আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, যেগুলোর তোমরা উপাসনা করছ। (২৭) শুধুমাত্র যিনি আমাকে

فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ (২৮) وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

ফাত্বারানী ফাইন্নাহূ সাইয়াহ্‌দীন্ ২৮। ওয়া জ্বা'আলাহা- কালিমাতাম্ বা-ক্বিইয়াতান্ ফী 'আক্বিবিহী লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বি'উন।

সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (২৮) এ কথাটিকে রেখে গিয়েছেন একটি স্থায়ী বাণী হিসেবে, তাঁর বংশধরদের জন্য, যাতে তারা শিরক থেকে ফিরে থাকে।

(২৯) بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

২৯। বাল্ মা'ত্তাতু হা~উলা—ই ওয়া আ-বা—আহুম্ হাত্তা- জ্বাআ—হুমুল্ হাক্কু ওয়া রাসূলুম মুবীন।

(২৯) বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে অনেক পার্থিব সম্পদ দিয়েছিলাম, অবশেষে তাদের কাছে আসল সত্য কুরআন এবং সু-স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

(৩০) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ (৩১) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ

৩০। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আহুমুল্ হাক্কু ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্‌রুওঁ ওয়া ইন্না-বিহী কা-ফিরূন। ৩১। ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- নুয্‌যিলা

(৩০) যখন তাদের কাছে সত্য কুরআন, এসে পৌঁছল তখন তারা বলল, এটাতো যাদু, আমরা এর অবিশ্বাসী। (৩১) তারা বলে, এ কুরআন কেন অবতীর্ণ

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ** جاء هم الحق - حق (সত্য) দ্বারা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর (স)-কে বুঝান হয়েছে। مبين (স্পষ্ট বর্ণনাকারী) রাসূলের (স) গুণ, (বৈশিষ্ট্য)।

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ** من القريتين - দুটি শহর দ্বারা মক্কা এবং তায়েফকে বুঝান হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দ্বারা, অধিকাংশ তাফসীর কারদের মতে, মক্কার ওয়ালীদ বিন মুগীরা এবং তায়েফের ওরওয়াহ বিন মাসউদ সাকফীকে বুঝান হয়েছে।

هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ

হা-যাল্ কুরআ-নু 'আলা- রাজুলিম্ মিনাল্ ক্বার্ইয়াতাইনি 'আজীম। ৩২। আহুম্ ইয়াক্বসিমূনা রাহ্মাতা রাব্বিকা ;

হলনা, এ দুটি জনপদের মধ্য হতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপর? (৩২) (আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন) তারা কি বণ্টন করে আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

নাহ্নু ক্বাসাম্না- বাইনাহুম্ মা'ঈশাতাহুম্ ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া রা'ফানা- 'বাদ্বাহুম্ ফাওক্বা 'বাদ্বিন্

(নবুওয়াত) কে? আমি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করি, তাদের পার্থিব জীবনে এবং পদমর্যাদায় কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রধান্য দিয়ে থাকি

دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

দারাজা-তিল্ লিইয়াত্তাখিযা 'বাদ্বুহুম্ 'বাদ্বান্ সুখ্রিয়্যান ; ওয়া রাহ্মাতু রাব্বিকা খাইরুম্ মিম্মা-ইয়াজ্মা'উন।

যাতে একজন অন্যজনকে কাজে লাগাতে পারে এবং তারা যা জমা করে, সেগুলোর চেয়ে আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সর্বোত্তম।

﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ

৩৩। ওয়া লাওলা~আই ইয়াকূনান্ না-সু উম্মাতাওঁ ওয়া- হিদাতাল্ লাজা'আল্না- লিমাই ইয়াক্ফুরু বির্রাহ্মা-নি লিবুয়ূতিহিম্

(৩৩) যদি এ আশংকা না হতো, যে মানুষগুলো সব পরকালের চেয়ে পার্থিব সম্পদকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে একই দ্লভুক্ত হয়ে যাবে, তবে যারা দয়াময়কে অবিশ্বাস করে, তাদের গৃহের ছাদ ও সিঁড়ি, আমি রৌপ্যের

سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا

সুকুফাম্ মিন্ ফিদ্বদ্বাতিওঁ ওয়া 'মাআ-রিজা 'আলাইহা- ইয়াজ্হারূন। ৩৪। ওয়া লিবুইয়ূতিহিম আব্ওয়া-বাওঁ ওয়া সুরুরান্ 'আলাইহা-

দ্বারা (নির্মাণ) করে দিতাম, যাতে তারা তার উপরে আরোহণ করতে পারে। (৩৪) এবং (রৌপ্যের করে দিতাম) তাদের গৃহের দরজাগুলো এবং খাটগুলোও, যার উপর

يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ

ইয়াত্তাকিউন। ৩৫। ওয়া যুখ্রুফান; ওয়া ইন্ কুল্লু যা-লিকা লাম্মা- মাতা-'উল্ হায়াতিদ দুন্ইয়া-; ওয়াল্ আ-খিরাতু

তারা আরাম করে বসে। (৩৫) এবং এগুলো করে দিতাম স্বর্ণেরও, আর এসব বস্তু পার্থিব জীবনের (অস্থায়ী) সম্পদ। আর পরহেজগারদের জন্য রয়েছে আপনার

রুকূ ৭ ع ৩ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ

'ইন্দা রাব্বিকা লিল্মুত্তাক্বীন। ৩৬। ওয়া মাই ই'য়াশু 'আন্ যিক্রির্ রাহ্মা-নি নুক্বায়্যিদ্ব লাহূ শাইত্বা-নান ফাহুওয়া লাহূ

প্রতিপালকের নিকট পরকাল (চিরস্থায়ী জান্নাত)। (৩৬) আর যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে গাফিল থাকে, আমি তার উপর একটা শয়তান নিয়োগ করে দেই, সুতরাং সে তার সাথী হয়ে (সর্বদা তাকে কুমন্ত্রণা দিতে)

قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

ক্বারীন। ৩৭। ওয়া ইন্নাহুম্ লাইয়াসুদ্দূনাহুম্ 'আনিস্ সাবীলি ওয়া ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম্ মুহ্তাদূন।

থাকে। (৩৭) আর শয়তানই তাদেরকে (সত্য) রাস্তা থেকে বিরত রাখে। এবং তারা ধারণা করে যে, তারাই সঠিক পথের অনুসারী।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩২) ঃ رحمت - 'রহমত' দ্বারা এখানে বিশেষভাবে নবুওয়াতকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বিশেষ করে নবুওয়াত আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় বণ্টন (প্রেরণ) করবেন। এটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই নিজ দায়িত্ব।

رحمت ربك - (আপনার প্রতিপালকের রহমত) এখানে রহমত দ্বারা পরকালের নেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ﴿٣٨﴾

৩৮। হাত্তা~ইযা- জা—আনা ক্বা-লা ইয়া-লাইতা বাইনী ওয়া বাইনাকা 'বুদাল্ মাশ্‌রিক্বাইনি ফাবি'সাল

(৩৮) অবশেষে সে যখন আমার নিকট হাজির হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আজ যদি তোমার মাঝে ও আমার পূর্ব ও পশ্চিমের বরাবর দূরত্ব থাকত। তুমি কত বড়

الْقَرِيْنُ ﴿٣٩﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝

ক্বারীন। ৩৯। ওয়া লাই ইয়ান্'ফাআকুমুল্ ইয়াওমা ইজ্ জালাম্‌তুম্ আন্নাকুম্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্‌তারিকূন।

নিকৃষ্ট সাথী। (৩৯) আজ তোমাদের অনুশোচনা কোনই উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে মহা অন্যায় করেছ। তোমরা (আজ) আল্লাহর শাস্তিতে সকলেই শরীক।

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ ﴿٤٠﴾

৪০। আফাআন্‌তা তুস্‌মি'উস্ স্বুম্মা আও তাহ্‌দিল 'উম্‌ইয়া ওয়া মান্ কা-না ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।

(৪০) আপনি কি শ্রবণ শক্তিহীন ব্যক্তিকে শোনাতে পারবেন আপনার? অথবা আপনি কি দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে যে রয়েছে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেন?

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ

৪১। ফাইম্মা- নায্‌হাবান্না বিকা ফাইন্না- মিন্‌হুম্ মুন্‌তাক্বিমূন। ৪২। আও নুরিইয়ান্নাকাল লাযী ওয়া'আদ্‌না-হুম্

(৪১) সুতরাং যদি আমি আপনাকে উঠিয়ে নিয়েও যাই তবুও আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। (৪২) অথবা আমি যদি আপনাকে সেগুলো দেখাই, যে শাস্তির

فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى

ফাইন্না- 'আলাইহিম্ মুক্বতাদিরূন। ৪৩। ফাস্‌তাম্‌সিক্ বিল্লাযী~উহ্বিয়া ইলাইকা, ইন্নাকা 'আলা-

প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিয়েছি, তবুও তাদের উপর আমি পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪৩) সুতরাং আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন, আপনি সত্য পথের

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ

স্বিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম। ৪৪। ওয়া ইন্নাহূ লাযিক্‌রুল্ লাকা ওয়া লিক্বাওমিকা, ওয়া সাওফা তুস্‌আলূন। ৪৫। ওয়াসআল্

উপরই রয়েছেন। (৪৪) নিশ্চয়ই এ কুরআন আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশস্বরূপ। অতিশীঘ্রই তোমাদেরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে। (৪৫) আপনার

৪ ع ১০ ১০ রুকূ

مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

মান্ আর্‌সালনা- মিন্ ক্বাব্‌লিকা মির্ রুসুলিনা~আজ্বা'আল্‌না- মিন্ দূনির্ রাহ্মা-নি আ-লিহাতাই ইয়ু'বাদূন।

পূর্বে আমি যাদেরকে (নবী হিসেবে) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি দয়াময় ব্যতীত আরও অন্য কোন মাবুদ নির্ধারণ করেছিলাম, যার ইবাদাত করা যায়?

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ ﴿٤٦﴾

৪৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা-বিআ-য়া-তিনা ~ইলা- ফির্'আওনা ওয়া মালাইহী ফাক্বা-লা ইন্নী রাসূলু রাব্বিল

(৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন এবং তার প্রধান ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে বলেছিলেন, আমিতো সারা জাহানের প্রতিপালকের

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ** وانه لذكر - এ আয়াতে এটা বুঝানো হয়নি যে, 'আমাদের জন্য এ কুরআন উপদেশবাণী নয়'। যেহেতু প্রথম সম্বোধন করা হয়েছিল কুরাইশগণকে এজন্য তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন সারা জাহানের জন্য উপযোগী বাণী। কেহ "ذكر" কে সম্মান অর্থে ব্যবহার করে অর্থ করেছেন। অর্থাৎ এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু। (কুঃ কারীম)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪৫) ঃ** سئل من ارسلنا - নবীগণের (আ) কাছে এ প্রশ্ন মিরাজের সময়, অথবা বায়তুল মুকাদ্দাস বা আকাশে বসে করা হয়েছিল। যেখানে নবীগণের (আ) সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। বা তাদের অনুসারী (আহলে কিতাব, ইয়াহুদ ও নাসারা)-দের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা তারা তাদের (নবীদের) উপদেশ সম্পর্কে অবগত আছে এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব তাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ

'আ-লামীন। ৪৭। ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্ বিআ-য়া-তিনা~ইযা হুম্ মিন্হা- ইয়াদ্বহ্বাকূন। ৪৮। ওয়ামা- নূরীহিম্ মিন্

প্রেরিত। (৪৭) যখন মূসা তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী সহ আসেন, তখনই তারা সেগুলো নিয়ে উপহাস করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে এমন

اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۖ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

আ-য়াতিন্ ইল্লা-হিয়া আক্বারু মিন্ উখ্তিহা-, ওয়া আখায্না-হুম বিল্'আযা-বি লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বি'উন।

কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিনি, যা পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বড় নহে। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ۝

৪৯। ওয়াক্বা-লূ ইয়া~আইয়্যুহাস্ সা-হিরুদ্'উ লানা-রাব্বাকা বিমা- 'আহিদা 'ইন্দাকা, ইন্নানা- লামুহ্তাদূন।

(৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর! আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে সে প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি করেছেন, তবে অবশ্যই আমরা সৎ পথের অনুসারী হব।

﴿٥٠﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥١﴾ وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ

৫০। ফালাম্মা- কাশাফ্না- 'আন্হুমুল্ 'আযা-বা ইযা- হুম্ ইয়ান্কুছূন। ৫১। ওয়া না-দা- ফির্'আওনু ফী কাওমিহী

(৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম, তৎক্ষণাৎ তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলল। (৫১) ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে

قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا

ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি আলাইসা লী মুল্কু মিস্বরা ওয়া হা-যিহিল্ আন্হা-রু তাজ্বরী মিন্ তাহ্তী, আফালা-

সম্বোধন করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের রাজত্ব কি আমার জন্য নহে? এবং এ নহরসমূহ আমার (রাজপ্রাসাদের) নীচ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, তা কি

تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٣﴾ فَلَوْلَآ

তুব্সিরূন। ৫২। আম্ আনা- খাইরুম্ মিন্ হা-যাল্লাযী হুওয়া মাহীনুওঁ ওয়ালা- ইয়াকা-দু ইউবীন। ৫৩। ফালাওলা~

তোমরা দেখনা? (৫২) বরং আমি সর্বোত্তম (শ্রেষ্ঠ) এই ব্যক্তি হতে, যে অতি নিকৃষ্ট এবং স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশে অক্ষম। (৫৩) আচ্ছা,

اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٤﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ

উল্কিয়া 'আলাইহি আস্ওয়িরাতুম্ মিন্ যাহাবিন্ আও জ্বা—আ মা'আহুল্ মালা—ইকাতু মুক্বতারিনীন। ৫৪। ফাস্তাখাফ্ফা ক্বাওমাহূ

কেন মূসাকে দেয়া হল না স্বর্ণের কঙ্কন? অথবা আসত তার সাথে ফিরিশতাগণ একত্রিত হয়ে? (৫৪) ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে বশীভূত করল। ফলে তারা

فَاَطَاعُوْهُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ

ফাআত্বা-'উহু ; ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান ফা-সিক্বীন। ৫৫। ফালাম্মা~আ-সাফূনান্ তাক্বাম্না- মিন্হুম ফাআগ্রাক্বনা-হুম্

তার অনুগত হল। নিশ্চয়ই তারা পাপী সম্প্রদায় ছিল। (৫৫) যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করেছিল, তখন আমি তাদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৭) ঃ يضحكون - যখন হযরত মূসা (আ) ফিরআউন এবং তার পারিষদবর্গের সামনে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা পেশ করেন, তখন তারা সে মুজেযা দেখে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং বলে, এগুলো কি, তুমি যাদুর মাধ্যমে আমাদের সামনে পেশ করছ। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫১) ঃ هذه الانهر - নহর দ্বারা নীল সমুদ্র অথবা তার কতিপয় শাখাকে বুঝানো হয়েছে। যা ফিরাউনের রাজ প্রাসাদের তলদেশ হতে প্রবাহিত ছিল। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ অর্থাৎ, স্বর্নের কঙ্কন-এর কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, মিসরে নিয়ম ছিল যাকে বাদশাহ বা নেতা নির্ধারিত করা হত, তার হাতে স্বর্ণের কঙ্কন এবং গলায় স্বর্ণের শিকল পরান হত।

أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ع ٥ ١١ রুকূ
আজ্‌মা'ঈন। ৫৬। ফাজা'আল্‌না-হুম্ সালাফাওঁ ওয়া মাছালাল্ লিল্‌আ-খিরীন। ৫৭। ওয়া লাম্মা- দ্বুরিবাব্‌নু মারইয়ামা মাছালান্
এবং তাদের সকলকে ডুবিয়েছিলাম। (৫৬) আমি এটা অতীত কাহিনী ও দৃষ্টান্ত করে রেখেছি পরবর্তীদের জন্য (৫৭) যখন মরিয়ম পুত্রের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়,

إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓا۟ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا
ইযা- ক্বাওমুকা মিন্‌হু ইয়াস্বিদ্দূন। ৫৮। ওয়া ক্বা-লূ~আ আ-লিহাতুনা- খাইরুন্ আম্ হুওয়া ; মা-দ্বারাবূহু লাকা ইল্লা-
তখনই আপনার সম্প্রদায় হৈ চৈ শুরু করে (৫৮) এবং বলে, আমাদের দেবতা উত্তম না সে (ঈসা)? আপনার কাছে তারা এ কথা বলে শুধু বিবাদ করার

جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا
জ্বাদালান ; বাল্ হুম্ ক্বাওমুন্ খাস্বিমূন। ৫৯। ইন্ হুওয়া ইল্লা- 'আব্‌দুন্ আন্'আম্‌না- 'আলাইহি ওয়া জ্বা'আল্‌না-হু মাছালাল্
উদ্দেশ্যেই। বরং এরা তো এক বিবাদকারী সম্প্রদায়! (৫৯) সে (ঈসা) তো (শুধুমাত্র) একজন বান্দা। যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাঁকে করেছিলাম

لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ
লিবানী~ইস্‌রা—ঈলা ৬০। ওয়া লাও নাশা—উ লাজ্বা'আল্‌না-মিন্‌কুম্ মালা—ইকাতান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইয়াখ্‌লুফূন।
বনী ঈসরাইলদের জন্য এক দৃষ্টান্ত। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করত।

﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ
৬১। ওয়া ইন্নাহূ লা'ইল্‌মুল লিস্‌সা-'আতি ফালা- তাম্‌তারুন্না বিহা- ওয়াত্তাবি'ঊনি ; হা-যা- স্বিরা-তুম মুস্‌তাক্বীম।
(৬১) ঈসাতো কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং কিয়ামত সম্পর্কে তোমরা সংশয়ে থেক না এবং আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ।

﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ
৬২। ওয়ালা- ইয়াস্বুদ্দান্নাকুমুশ্ শাইত্বা-নু ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন। ৬৩। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ 'ঈসা-বিল্ বায়্যিনা-তি
(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (৬৩) যখন ঈসা নিদর্শনাবলীসহ আসলেন, তখন সে

قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ
ক্বা-লা ক্বাদ্ জ্বি'তুকুম্ বিল্‌হিক্‌মাতি ওয়া লিউবায়্যিনা লাকুম্ বা'দ্বাল্লাযী তাখ্‌তালিফূনা ফীহি,
বলেছিল, (হে আমার সম্প্রদায়!) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি, আর যে বিষয়ে তোমরা মতানৈক্যে রয়েছ, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ
ফাত্তাকুল লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা হুওয়া রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম্ ফা'বুদূহু ; হা-যা- স্বিরা-তুম্
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর।

✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৫৭) ঃ** يصدون - (হৈ চৈ শুরু করে) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) প্রসংগে আলোচনার সময় আরবের মুশরিকরা খুব হৈ চৈ গোলমাল করত। (তাঃ ওসমানী) ✪ **শানে নুযুল (আঃ ৫৭) ঃ** একদা রাসূল (স) সানাদীদ কুরাইশকে বলল, আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদাত (পূজা) কর তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কতিপয় মুশরিক বলল, ঈসা নাসারাদের মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত। অথচ তুমি বল, ঈসা (আ) একজন নেক বান্দা। তোমার কথানুযায়ী তার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কাফির কুরায়শরা এ কথা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে এবং তারা ধারণা করে যে, রাসূল (সা) (তাদের কথায়) নিজকে অপরাধী মনে করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ কাঃ)

مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٥﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ

মুস্তাক্বীম। ৬৫। ফাখ্তালাফাল্ আহ্যা-বু মিম্ বাইনিহিম ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা জালামূ মিন্ 'আযা-বি

এটাই সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং অত্যাচারীদের জন্য দুর্ভোগ, কষ্টদায়ক

يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

ইয়াওমিন্ আলীম্। ৬৬। হাল্ ইয়ান্জুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা'তিয়াহুম্ বাগ্তাতাওঁ ওয়া হুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন।

দিবসের শাস্তির। (৬৬) এরা (কাফিরেরা) প্রতীক্ষায় রয়েছে শুধু কিয়ামতের। তা তাদের কাছে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে এবং তারা অনুভবই করতে পারবে না।

৬ ৫(১১) ১২ রুকূ

﴿٦٧﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ

৬৭। আল্ আখিল্লা—উ ইয়াওমাইযিম্ 'বা'দ্বুহুম্ লিবা'দ্বিন 'আদুওয়্যুন্ ইল্লাল্ মুত্তাক্বীন। ৬৮। ইয়া- 'ইবা-দি লা-খাওফুন্

(৬৭) সেদিন বন্ধুরাও একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, শুধুমাত্র পরহেজগারগণ ব্যতীত। (৬৮) (আল্লাহ বলেন) হে আমার বান্দারা, আজ

عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ○

'আলাইকুমুল্ ইয়াওমা ওয়ালা~আন্তুম্ তাহ্যানূন। ৬৯। আল্লাযীনা আ-মানূ বিআ-য়া-তিনা- ওয়া কা-নূ মুস্লিমীন।

তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা বিষণ্ণও হবে না। (৬৯) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমার আজ্ঞানুবর্তী ছিল।

﴿٧٠﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧١﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

৭০। উদ্খুলুল্ জান্নাতা আন্তুম্ ওয়া আয্ওয়া-জুকুম্ তুহ্বারূন। ৭১। ইউতা-ফু 'আলাইহিম্ বিস্বিহা-ফিম্

(৭০) (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা এবং তোমাদের (মুমিন) স্ত্রীগণ উৎফুল্ল হৃদয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) (আর জান্নাতে) স্বর্ণের পাত্র ও

مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ

মিন্ যাহাবিওঁ ওয়া আকওয়া-বিন্, ওয়া ফীহা- মা- তাশ্তাহীহিল্ আন্ফুসু ওয়া তালায্যুল 'আইউনু, ওয়া আন্তুম

গ্লাস নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরা হবে এবং তাদের অন্তর যা কিছু চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে সেথায় সে সব কিছুই রয়েছে এবং তোমরা সেখানে

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٢﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

ফীহা-খা-লিদূন। ৭২। ওয়া তিল্কাল্ জান্নাতুল্লাতী~উরিছতুমূহা- বিমা- কুন্তুম্ 'তামালূন।

স্থায়ীভাবে থাকবে। (৭২) এটি সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আজ তোমাদেরকে করা হয়েছে, তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।

﴿٧٣﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ

৭৩। লাকুম্ ফীহা- ফা-কিহাতুন্ কাছীরাতুম্ মিন্হা- তা'কুলূন। ৭৪। ইন্নাল্ মুজ্রিমীনা ফী 'আযা-বি জাহান্নামা

(৭৩) তোমাদের জন্য সেথায় রয়েছে অনেক ফলমূল, তোমরা তা থেকে খেতে থাকবে। (৭৪) নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে স্থায়ীভাবে

○ **বিশ্লেষণ** (আঃ ৬৬) ঃ هل ينظرون - স্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ প্রেরিত নবী (আ)গণ তাদের কাছে আসার পরেও, তারা (কাফিরেরা) অবিশ্বাস করে। তবে তারা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে? তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কিয়ামত যখন তাদের একেবারে মাথার উপর এসে হাজির হবে, তখন তারা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখন মেনে নেয়ায় কোন কাজে আসবে না। (কুঃ কারীম)

○ **বিশ্লেষণ** (আঃ ৭০) ঃ وازواجكم - এর অর্থ কেহ মুমিন স্ত্রী, কেহ মুমিন সাথী এবং কেহ জান্নাতের হুর বলেছেন। এসব গুলো অর্থই ঠিক। কেননা জান্নাতে উপরোক্ত সবগুলোই মওজুদ থাকবে।

خٰلِدُوْنَ ۝٧٥ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝٧٦ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ

খা-লিদুন। ৭৫। লা-ইউফাত্তারু 'আনহুম ওয়া হুম ফীহি মুবলিসূন। ৭৬। ওয়ামা- জালাম্না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ কা-নূ হুমুজ্
থাকবে। (৭৫) হ্রাস করা হবে না তাদের থেকে (এ শাস্তি) এবং তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারাই ছিল

الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٧ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝٧٨ لَقَدْ

জা-লিমীন। ৭৭। ওয়ানা-দাও ইয়া-মা-লিকু লিইয়াক্বদ্বি 'আলাইনা-রাব্বুকা ; ক্বা-লা ইন্নাকুম মা-কিছুন। ৭৮। লাক্বাদ্
জালিম। (৭৭) তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে একেবারে শেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা এভাবেই অবস্থান করবে। (৭৮) আমিতো

جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٩ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا

জি'না-কুম বিলহাক্বক্বি ওয়ালা-কিন্না আকছারাকুম লিলহাক্বক্বি কা-রিহূন। ৭৯। আম্ আবরামূ~আম্রান্ ফাইন্না-
তোমাদের কাছে সত্য (দ্বীন) পৌঁছিয়েছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই ছিল সত্য (দ্বীন) অপছন্দকারী। (৭৯) বরং তারা কি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? (জেনে রাখ)

مُبْرِمُوْنَ ۝٨٠ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۗ بَلٰى وَرُسُلُنَا

মুব্রিমূন। ৮০। আম্ ইয়াহ্সাবূনা আন্না- লা-নাস্মা'উ সির্রাহুম্ ওয়া নাজ্ওয়া-হুম ; বালা- ওয়া রুসুলুনা-
আমিই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণকারী। (৮০) তারা কি ধারণা করে যে, আমি তাদের গোপন কথা এবং তাদের গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই শুনি এবং আমার ফেরেশতরা

لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٨١ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝

লাদাইহিম্ ইয়াকতুবূন। ৮১। কুল ইন কা-না লির্রাহ্মা-নি ওয়ালাদুন্ ফাআনা আওয়্যালুল্ 'আ-বিদীন।
তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে। (৮১) বলুন, যদি রহমান (আল্লাহর) কোন সন্তান হত, তবে আমিই সর্বপ্রথম হতাম তার ইবাদাতকারী।

۝٨٢ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

৮২। সুবহা-না রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি রাব্বিল্ 'আরশি 'আম্মা- ইয়াস্বিফূন।
(৮২) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি আরশের প্রতিপালক, তিনি (আল্লাহ) সে সবকিছু হতে অতি পবিত্র, যা তারা বলে।

۝٨٣ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

৮৩। ফাযার্হুম্ ইয়াখূদ্বূ ওয়া ইয়াল্'আবূ হাত্তা-ইউলা-কু ইয়াওমা হুমুল্ লাযী ইউ'আদূন।
(৮৩) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বিতর্কে এবং খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকুক সে দিবস উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

۝٨٤ وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

৮৪। ওয়া হুওয়াল্লাযী ফিস্ সামা—ই ইলা-হুওঁ ওয়া ফিল্ আরদ্বি ইলা-হুন ; ওয়া হুয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম।
(৮৪) তিনিই এমন মহান (আল্লাহ), যিনি আকাশমন্ডলীর মাবুদ এবং পৃথিবীরও মাবুদ। তিনিই (আল্লাহ) মহা বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।

۝٨٥ وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ

৮৫। ওয়া তাবা-রাকাল্লাযী লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-, ওয়া 'ইন্দাহূ
(৮৫) সে মহান সত্ত্বা অতি মর্যাদা সম্পন্ন, যার বাদশাহী রয়েছে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মধ্যে এবং তাঁরই কাছে রয়েছে

عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٨٦ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ

'ইল্মুস্ সা-'আতি, ওয়া ইলাইহি তুর্জা'উন। ৮৬। ওয়ালা- ইয়াম্লিকুল্ লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্
কিয়ামতের সঠিক তথ্য; আর তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশের কোনই ক্ষমতা নেই।

دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝٨٧ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ

দূনিহিশ্ শাফা-'আতা ইল্লা- মান্ শাহিদা বিলহাক্বক্বি ওয়া হুম্ ই'য়ালামূন। ৮৭। ওয়া লাইন্ সাআল্তাহুম্
তবে (সুপারিশের যোগ্য সে হবে) যারা সত্য কথাকে জেনে তার সাক্ষ্য দেয়। (৮৭) (হে নবী!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের স্রষ্টা কে?

مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٨٨ وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ

মান্ খালাক্বাহুম্ লাইয়াকূলুন্নাল্লা-হু ফাআন্না- ইউ'ফাকূন। ৮৮। ওয়া ক্বীলিহী ইয়া-রাব্বি ইন্না হা~উলা—ই
তবে তারা জবাবে বলবে, আল্লাহ। এরপরেও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) আর রাসূলের এ কথা আমি শুনি যে, "হে আমার প্রতিপালক! এ সম্প্রদায়তো

قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٨٩ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

ক্বাওমুল্ লা-ইউ'মিনূন। ৮৯। ফাস্বফাহ্ 'আন্হুম্ ওয়া কুল্ সালা-মুন ; ফাসাওফা ই'য়ালামূন।
ঈমান গ্রহণ করবেই না।" (৮৯) (জবাবে আল্লাহ বলেন) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, "সালাম", অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

সূরা দুখা-ন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৯
রুকূ ঃ ৩

۝١ حٰمٓ ۝٢ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٣ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝

১। হা-মী—ম্। ২। ওয়াল্‌কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না~ আনযাল্‌না-হু ফী লাইলাতিম্ মুবা-রাকাতিন্ ইন্না- কুন্না- মুন্‌যিরীন।
(১) হা-মী-ম; (২) শপথ, সুস্পষ্ট কিতাবের; (৩) নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (কল্যাণময়) রজনীতে। আমি ছিলাম এক সতর্ককারী।

۝٤ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝٥ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝٦ رَحْمَةً مِّنْ

৪। ফীহা- ইউফ্‌রাকু কুল্লু আম্‌রিন্ হাকীম। ৫। আম্‌রাম্ মিন্ 'ইনদিনা ; ইন্না- কুন্না- মুর্‌সিলীন। ৬। রাহ্‌মাতাম্ মির্
(৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা করা হয়, (৫) আমার পক্ষ থেকেই নির্দেশক্রমে। আমিই রাসূল প্রেরণ করে থাকি। (৬) আপনার

رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٧ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ

রাব্বিকা ; ইন্নাহু হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম। ৭। রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা- ।
প্রতিপালকের দয়াস্বরূপ। তিনিতো সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৭) যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক,

اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٨ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ

ইন্ কুন্‌তুম্ মূক্বিনীন। ৮। লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ; রাব্বুকুম্ ওয়া রাব্বু আ-বা—ইকুমুল্
যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও। (৮) তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব

الْاَوَّلِيْنَ ۝٩ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٠ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ

আওয়্যালীন। ৯। বাল্ হুম্ ফী শাক্কিঁই ইয়াল্'আবুন। ১০। ফারতাকিব্ ইয়াওমা তা'তিস্ সামা—উ বিদুখা-নিম্
পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক। (৯) বরং তারা সন্দেহ পরায়ন হয়ে খেল-তামাশা করতেছে। (১০) সুতরাং আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আকাশে স্পষ্ট

مُّبِيْنٍ ۝١١ يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٢ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

মুবীন। ১১। ইয়াগ্‌শান্ না-সা ; হা-যা- 'আযা-বুন্ আলীম। ১২। রাব্বানাক্‌শিফ্ 'আন্নাল্ 'আযা-বা
ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। (১১) যা লোকদেরকে আবৃত করে ফেলবে। এটাই কষ্টদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করুন। আমরা

اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝١٣ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝١٤ ثُمَّ

ইন্না- মু'মিনূন। ১৩। আন্না- লাহুমুয্ যিক্‌রা- ওয়া ক্বাদ্ জ্বা—আহুম্ রাসূলুম্ মুবীন। ১৪। ছুম্মা
ঈমান গ্রহণ করবই। (১৩) তাদের জন্য উপদেশ কিভাবে গ্রহণীয় হবে? তাদের কাছে তো স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আগমন করেছে। (১৪) অতঃপর তারা

تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝١٥ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝

তাওয়াল্লাও 'আন্‌হু ওয়া ক্বা-লূ মু'আল্লামুম্ মাজ্‌নূন। ১৫। ইন্না- কা-শিফুল্ 'আযা-বি ক্বালীলান্ ইন্নাকুম্ 'আ—ইদূন।
তার থেকে মুখ ফিরায় এবং বলে সে তো শিক্ষাপ্রাপ্ত সেতো উন্মাদ। (১৫) আমি অল্প সময়ের জন্য শাস্তি সরিয়ে নিলেই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

۝١٦ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝١٧ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ

১৬। ইয়াওমা নাব্‌তিশুল্ বাত্বশাতাল্ কুব্‌রা-, ইন্না- মুনতাক্বিমূন। ১৭। ওয়া লাক্বাদ্ ফাতান্না- ক্বাব্‌লাহুম্ ক্বাওমা
(১৬) যেদিন আমি শক্তভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি প্রতিশোধ নিবই। (১৭) আমি তাদের পূর্বে ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম

فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝١٨ اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

ফির্'আওনা ওয়া জ্বা—আহুম্ রাসূলুন্ কারীম। ১৮। আন্ আদ্দূ~ইলাইয়্যা 'ইবা-দাল্লা-হি ; ইন্নী লাকুম্ রাসূলুন্
এবং তাদের কাছে এক মর্যাদাবান রাসূল এসেছিলেন। (১৮) তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে বললেন, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত একজন

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - (প্রকাশ্য ধোঁয়া) অর্থ "এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। (১) ধোঁয়া দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিন যে ধুলো বালি উড়েছিল এবং তা বায়ুকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছিল, সে ধুলো-বালিকে বুঝানো হয়েছে। (২) কেহ বলেন, দুর্ভিক্ষের কালকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বদ দোয়ায় কাফিরেরা একবার দুর্ভিক্ষের কষ্টে মরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং মৃত কুকুরের হাড্ডি পর্যন্ত খেতে শুরু করেছিল। (৩) কেহ বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় মানুষের দৃষ্টি শক্তি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তখন তারা আকাশের দিকে তাকালেও আকাশে ধোঁয়ার মত দেখত। (তাঃ কাদেরী) (৪) এ ধোঁয়া কিয়ামতের দশটি নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি। এ ধোঁয়া কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রকাশ পাবে। (কুঃ কারীম)

أَمِينٌ ﴿١٩﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٠﴾ وَإِنِّي عُذْتُ

আমীন। ১৯। ওয়া আল্লা- 'তালূ 'আলাল্লা-হি, ইন্নী~আ-তীকুম্ বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন্। ২০। ওয়া ইন্নী 'উয্তু
বিশ্বস্ত রাসূল। (১৯) আর তোমরা আল্লাহর নির্দেশের বিদ্রোহ কর না, আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করেছি। (২০) নিশ্চয়ই আমি নিরাপত্তা কামনা করছি,

بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢١﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢٢﴾ فَدَعَا رَبَّهُ

বিরাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্ আন্ তারজুমূন। ২১। ওয়া ইল্ লাম্ তু'মিনূ লী 'ফাতাযিলূন। ২২। ফাদা'আ- রাব্বাহূ~
আমার ও তোমাদের রবের নিকট, তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবে তা থেকে (রক্ষার জন্য)। (২১) আর যদি তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও। (২২) অতঃপর মূসা তার রবের কাছে প্রার্থনা

তিন চতুর্থাংশ

أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَاتْرُكِ

আন্না হা~উলা—ই ক্বাওমুম্ মুজ্‌রিমূন। ২৩। ফাআস্‌রি বি'ইবা-দী লাইলান্ ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'ঊন। ২৪। ওয়াত্‌রুকিল্
করেন যে, এরাতো এক পাপী সম্প্রদায়। (২৩) আমি বলেছিলাম, আপনি আমার বান্দাগণকে নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যান। আপনাদের অনুসরণ করা হবেই। (২৪) আপনারা

الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٦﴾ وَزُرُوعٍ

বাহ্‌রা রাহ্‌ওয়ান ; ইন্নাহুম্ জুন্দুম্ মুগ্‌রাকূন। ২৫। কাম্ তারাকূ মিন্ জান্না-তিওঁ ওয়া 'উইয়ূন। ২৬। ওয়া যুরূ'ইওঁ
সমুদ্রকে নিশ্চল অবস্থায় ত্যাগ করুন। নিশ্চয়ই এ (ফিরআউনের) বাহিনী নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল বহু বাগান ও নহর (২৬) এবং বহু কৃষিক্ষেত

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٧﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٨﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا

ওয়া মাক্বা-মিন্ কারীম। ২৭। ওয়া 'নামাতিন্ কা-নূ ফীহা- ফা-কিহীন। ২৮। কাযা-লিকা; ওয়া আওরাছ্না-হা- ক্বাওমান্
ও সু-সজ্জিত বাসস্থান। (২৭) এবং কত প্রাচুর্য, যাতে তারা বিলাসিতায় চলত। (২৮) এ ভাবেই ঘটে গেল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম

১ রুকূ ১৪ ২৯

آخَرِينَ ﴿٢٩﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ

আ-খারীন। ২৯। ফামা- বাকাত্ 'আলাইহিমুস্ সামা—উ ওয়াল্ আর্‌দ্বু ওয়ামা- কা-নূ মুন্‌জারীন। ৩০। ওয়ালাক্বাদ্
অন্য এক সম্প্রদায়কে। (২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি এবং তাদের কোন সুযোগও দেয়া হয়নি। (৩০) আমি বনী

نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣١﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا

নাজ্জাইনা- বানী~ইস্‌রা—ঈল মিনাল্ 'আযা-বিল্ মুহীন। ৩১। মিন ফির্‌'আওনা ; ইন্নাহূ কা-না 'আ-লিয়াম্
ইসরাঈলকে রক্ষা করলাম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে (৩১) ফিরআউনের নিশ্চয়ই সে (ফেরাউন) ছিল (আল্লাহর) অবাধ্য,

مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ

মিনাল্ মুস্‌রিফীন। ৩২। ওয়া লাক্বাদিখ্ তার্‌না-হুম্ 'আলা- 'ইলমিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন। ৩৩। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ মিনাল্
সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে, (৩২) আমি জেনে বুঝে তাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠতর করেছি। (৩৩) এবং আমি তাদেরকে দান করেছিলাম

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ ترجمون - হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে ফিরআউন মূসা (আ)-কে হত্যার ভয় দেখিয়েছিল। যে কারণে তিনি তাঁর রবের কাছে নিরাপত্তা কামনা করেছেন। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৪) ঃ رهوا - (নিশ্চল, পানি থামানো অবস্থায় ত্যাগ কর) অর্থাৎ (হে মূসা) তোমার প্রথম লাঠির আঘাতে নদী শুষ্ক হয়ে রাস্তা হয়ে যাবে। তখন তোমরা সে পথে নদী পার হয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় বার লাঠি দ্বারা আঘাত করবে না। কেননা তাতে নদী পুনরায় পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। দ্বিতীবার আঘাত না করার কারণ, ফিরাউনের দলেরা নদী শুষ্ক দেখে সে পথে প্রবেশ করবে। তখনই তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে। ✪ টীকা (আঃ ২৯) ঃ অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর কোন প্রাণীই তাদের ধ্বংসে ব্যথিত ও দুঃখিত হয়নি।

الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا

আ-য়া-তি মা-ফীহি বালা—উম্ মুবীন। ৩৪। ইন্না হা~উলা—ই লা- ইয়াক্বূলূন। ৩৫। ইন্‌হিয়া ইল্লা- মাওতাতুনাল্

কতিপয় নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা। (৩৪) কাফিরেরা তো এটাই বলে যে, (৩৫) আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই,

الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ خَيْرٌ

উলা- ওয়ামা- নাহ্‌নু বিমুন্‌শারীন। ৩৬। ফা'তূ বিআ-বা—ইনা~ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৩৭। আহুম্ খাইরুন্

এবং আমরা আর পুনরায় উত্থিত হব না। (৩৬) সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদীই হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হাজির কর। (৩৭) (আল্লাহ বলেন) তারা

اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

আম্ ক্বাওমু তুব্বা'ইওঁ, ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ; আহ্‌লাক্‌না-হুম্ ইন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্‌রিমীন।

(মক্কার কাফিরেরা) শ্রেষ্ঠ না 'তুব্বা' সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয়ই তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا

৩৮। ওয়ামা- খালাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা- লা-'ইবীন। ৩৯। মা- খালাক্বনা-হুমা~ইল্লা-

(৩৮) আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এসবগুলো খেল-তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করিনি। (৩৯) আমি এ দুটি (আকাশ ও পৃথিবী)

بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

বিল্‌হাক্বক্বি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা- ই'য়ালামূন। ৪০। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাস্বলি মীক্বা-তুহুম্ আজ্‌মা'ঈন।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশই তা জানে না। (৪০) নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন তাদের সবার (হিসাবনিকাশের) নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ

৪১। ইয়াওমা লা-ইউগ্‌নী মাওলান্ 'আম মাওলান্ শাইয়াওঁ ওয়ালা- হুম্ ইউন্‌স্বারূন। ৪২। ইল্লা-মার রাহিমাল্লা-হু ;

(৪১) সেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোনই উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (৪২) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যার প্রতি

اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুর রাহীম। ৪৩। ইন্না শাজ্বারাতায্ যাক্কূম। ৪৪। ত্বা'আ-মুল্ আছীম।

আল্লাহ মেহেরবানী করেন। তিনিতো পরাক্রমশালী, করুণাময়। (৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে, (৪৪) পাপীর খাদ্যদ্রব্য।

كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ

৪৫। কাল্ মুহ্‌লি, ইয়াগ্‌লী ফিল্ বুতূন। ৪৬। কাগাল্‌ইল্ হামীম। ৪৭। খুযূহু 'ফাতিলূহু ইলা- সাওয়া—ইল্

(৪৫) যা হবে, গলিত তামার ন্যায়, তা উদরে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, (৪৬) উথলানো গরম পানির মত। (৪৭) আমি বলব, তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও

الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ

জ্বাহীম। ৪৮। ছুম্মা স্বুব্বূ ফাওক্বা রা'সিহী মিন্ 'আযাবিল্ হামীম। ৪৯। যুক্; ইন্নাকা আন্‌তাল

জাহান্নামের মধ্যে। (৪৮) অতঃপর শাস্তি স্বরূপ, তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও। (৪৯) বলা হবে, তুমি (শাস্তির) স্বাদ উপভোগ কর

২ রুকূ ১৫

ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٥٠﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى

'আযীযুল্ কারীম। ৫০। ইন্না হা-যা- মা- কুন্তুম্ বিহী তাম্তারূন। ৫১। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী
তুমি ছিলে (পৃথিবীর) প্রতাপশালী, সম্মানিত। (৫০) এটা সেই জিনিস যাতে তোমরা সন্দেহ করতে। (৫১) নিশ্চয়ই পরহেজগারগণ থাকবে

مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٢﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٣﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

মাক্বা-মিন্ আমীন্। ৫২। ফী জান্না-তিওঁ ওয়া 'উইউন। ৫৩। ইয়াল্বাসূনা মিন্ সুন্দুসিওঁ ওয়া ইস্তাব্রাক্বিম্
নিরাপদ স্থানে (৫২) জান্নাত এবং নহরসমূহের মধ্যে। (৫৩) তারা সেখানে পরিধান করবে পাতলা ও ভারী রেশমী বস্ত্র এবং তারা পরস্পরে সামনা-সামনি

مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٥٤﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٥﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ

মুতাক্বা-বিলীন। ৫৪। কাযা-লিকা, ওয়া যাওয়াজ্না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্। ৫৫। ইয়াদ্'উনা ফীহা-বিকুল্লি
হয়ে বসবে। (৫৪) তাদের ব্যাপারে এরূপই হবে এবং তাদের বিয়ে করিয়ে দিব, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে, (৫৫) সেখানে তারা নিশ্চিন্ত মনে

فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٦﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ

ফা-কিহাতিন আ-মিনীন। ৫৬। লা- ইয়াযূক্বূনা ফীহাল্ মাওতা ইল্লাল্ মাওতাতাল্ উলা-, ওয়া ওয়াক্বা-হুম্
প্রত্যেক প্রকারের ফল, সেবককে আনার জন্য বলবেন। (৫৬) প্রথম মৃত্যু ব্যতীত; সেখানে তারা আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না, এবং তাদের রব তাদেরকে

عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّمَا

'আযা-বাল্ জাহীম। ৫৭। ফাদ্বলাম্ মির্ রাব্বিকা; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল 'আজীম। ৫৮। ফাইন্নামা-
জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, (৫৭) এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। এটাই বিশাল সাফল্য। (৫৮) এ কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি,

ع ৩ রুকূ ১৬

يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ○

ইয়াস্ সার্না-হু বিলিসা-নিকা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন। ৫৯। ফার্তাক্বিব্ ইন্নাহুম্ মুর্তাক্বিবূন।
আপনার (নিজ) ভাষায়, যাতে তারা (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করে। (৫৯) সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন এবং তারাও তো অপেক্ষামান।

সূরা জ্বা-ছিয়াহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৭
রুকূ ঃ ৪

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ

১। হ্বা-মী—ম্‌। ২। তান্‌যীলুল্‌ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্‌ 'আযীযিল্‌ হ্বাকীম। ৩। ইন্না ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি
(১) হ্বা-মী-ম; (২) এ নাযিলকৃত কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে (অবতীর্ণ), যিনি মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। (৩) নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলি

وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ

ওয়াল্‌ আর্‌দ্বি লাআ-য়া-তিল্‌ লিল্‌ মু'মিনীন। ৪। ওয়া ফী খাল্‌ক্বিকুম ওয়ামা- ইয়াবুছ্ছু মিন দা—ব্বাতিন্‌ আ-য়া-তুল্‌
ও ভূ-মন্ডলে নিদর্শন রয়েছে মুমিনগণের জন্য। (৪) তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে অনেক নিদর্শন রয়েছে

لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ

লিক্বাওমিই ইউক্বিনূন। ৫। ওয়াখ্‌তিলা-ফিল্‌ লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়ামা ~আন্‌যালাল্লা-হু মিনাস্‌ সামা—ই মির্‌
দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) এবং রাত দিবসের গমনাগমনে, যমীন মৃত (শুষ্ক) হয়ে যাবার পরে আল্লাহ আকাশ হতে বর্ষণ করে

رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

রিয্‌ক্বিন্‌ ফাআহ্বইয়া- বিহিল্‌ আর্‌দ্বা 'বাদা মাওতিহা- ওয়া তাস্বরীফির রিয়া-হ্বি আ-য়া-তুল্‌ লিক্বাওমিই ই'য়াক্বিলূন।
যমীনকে যে জীবিত (সতেজ) করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে, নিদর্শন রয়েছে, জ্ঞানী লোকদের জন্য।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ ﴿٦﴾

৬। তিল্‌কা আ-য়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা- 'আলাইকা বিল্‌হ্বাক্বি, ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম্‌ 'বাদাল্লা-হি আ-য়া-তিহী
(৬) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি আপনাকে সঠিকভাবে শোনাচ্ছি, সুতরাং আল্লাহ্‌র কথার পরে এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর পরে তারা কোন কথার প্রতি ঈমান

يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ

ইউ'মিনূন। ৭। ওয়াইলুল্‌ লিকুল্লি আফ্‌ফা-কিন্‌ আছীম। ৮। ইয়াস্‌মা'উ আ-য়া-তিল্লা-হি তুত্‌লা- 'আলাইহি ছুম্মা ইউস্বির্‌রু
আনবে? (৭) ধ্বংস, সেই প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর, (৮) যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তার সামনে পাঠ করতে শোনে, যখন তার সামনে তা পাঠ করা হয়, এরপরেও সে অহংকারী

مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا

মুস্‌তাক্‌বিরান্‌ কাআল্লাম্‌ ইয়াস্‌মা'হা- ফাবাশ্‌শির্‌হু বি'আযা-বিন্‌ আলীম। ৯। ওয়া ইযা- 'আলিমা মিন্‌ আ-য়া-তিনা- শাইআনিত্‌
অবস্থায় এমনভাবে দৃঢ় থাকে, যেন সে তা শোনেনি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে তা

اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا

তাখাযাহা- হুযুওয়ান ; উলা—ইকা লাহুম্‌ 'আযা-বুম্‌ মুহীন। ১০। মিওঁ ওয়ারা—ইহিম জ্বাহান্নামু, ওয়ালা-
নিয়ে পরিহাস করে, তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদের কোন

يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ

ইউগ্‌নী 'আন্‌হুম্‌ মা- কাসাবূ শাইআওঁ ওয়ালা- মাত্তাখাযূ মিন্‌ দূনিল্লা-হি আওলিয়া—আ, ওয়া লাহুম
কৃতকর্ম কোনই উপকারে আসবে না। তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারাও নয়।

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ

'আযা-বুন্‌ 'আজীম। ১১। হা-যা- হুদান্‌, ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-য়া-তি রাব্বিহিম্‌ লাহুম্‌ 'আযা-বুম্‌
তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। (১১) এই কুরআন সত্যপথ প্রদর্শক এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে

১ ৪১ ১৭ রুকূ

مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

মির রিজ্যিন্ আলীম। ১২। আল্লা-হুল্লাযী সাখ্খারা লাকুমুল্ বাহ্রা লিতাজ্রিয়াল্ ফুল্কু ফীহি বিআম্রিহী

কষ্টদায়ক শাস্তি। (১২) আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণের জন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে নৌযানগুলো চলতে পারে এবং যাতে তোমরা

وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

ওয়ালিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন। ১৩। ওয়া সাখ্খারা লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-

তালাস করতে পার তাঁর অনুগ্রহ। আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১৩) এবং তিনি তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, আকাশমন্ডলী

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُل لِّلَّذِينَ

ফিল্ আরদ্বি জামী'আম্ মিন্হু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন। ১৪। কুল্ লিল্লাযীনা

ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব সৃষ্ট জীবকে, তাঁর নিজ পক্ষ হতে। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, চিন্তাশীলদের জন্য। (১৪) মুমিনগণকে বলুন,

آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আ-মানূ ইয়াগ্ফিরূ লিল্লাযীনা লা-ইয়ার্জূনা আইয়্যা-মাল্লা-হি লিইয়াজ্যিয়া ক্বাওমাম বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন।

তারা যেন ক্ষমা করে দেন তাদেরকে, যারা আল্লাহর দিবসগুলোর প্রতি আস্থা রাখে না; যাতে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

১৫। মান্ 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালিনাফ্সিহী ওয়ামান্ আসা—আ ফা'আলাইহা-, ছুম্মা ইলা-রাব্বিকুম তুর্জা'উন।

(১৫) যে নেক কাজ করে, তা তার জন্যই করে, এবং যে খারাপ কাজ করে, তার প্রতিফল তার উপরই বর্তিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

﴿١٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ

১৬। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- বানী~ইস্রা—ঈলাল্ কিতা-বা ওয়াল্ হুক্মা ওয়ান্নুবুওয়্যাতা ওয়া রাযাক্বনা-হুম্ মিনাত্ব

(১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব (তাওরাত), বাদশাহী ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র খাদ্য দান করেছিলাম

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا

ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়া ফাদ্দ্বাল্না-হুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন। ১৭। ওয়া আ-তাইনা-হুম্ বাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ আম্রি, ফামাখ্ তালাফূ~

এবং বিশ্বজগতের উপর তাদেরকে মর্যাদাবান করেছিলাম। (১৭) এবং তাদেরকে দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। তাদের কাছে জ্ঞান

إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ইল্লা-মিম্ বা'দি মা- জা—আহুমুল্ 'ইল্মু ; বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম্; ইন্না রাব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্

পৌঁছার পরও তাদের পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে, তারা মতভেদ করেছিল। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ১৮। ছুম্মা জা'আল্না-কা 'আলা-শারী'আতিম মিনাল্ আম্রি

ফয়সালা করে দিবেন, যে বিষয় তারা পরস্পরে মতভেদ করত। (১৮) অতঃপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ পথের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ

ফাত্তা'বিহা- ওয়ালা-তাত্তা'বি আহ্ওয়া—আল্লাযীনা লা-ই'য়ালামূন। ১৯। ইন্নাহুম লাই ইউগ্নূ 'আন্কা মিনাল লা-হি

আপনি সে নীতিগুলোই মেনে চলুন। অজ্ঞ (লোক)-দের মনোবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (১৯) তারা আপনার কোনই উপকারে আসবে না আল্লাহর

شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا

শাইআন ; ওয়া ইন্নাজ্ জা-লিমীনা 'বাদ্বুহুম্ আওলিয়া—উ 'বাদ্বিন, ওয়াল্লা-হু ওয়ালিয়্যুল্ মুত্তাক্বীন। ২০। হা-যা-

সামনে। জালিম (পাপী) গণ একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ পরহেজগারদের বন্ধু। (২০) এ কুরআন

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢١﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا

বাস্বা—ইরু লিন্না-সি ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতুল্ লিক্বাওমিঁই ইউক্বিনূন। ২১। আম্ হাসিবাল্ লাযীনাজ্ তারাহুস্

মানব জাতির জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ। (২১) তবে কি, যারা খারাপ (পাপ) কাজ করে,

السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ

সায়্যিআ-তি আন্ নাজ্'আলাহুম্ কাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি, সাওয়া—আম্ মাহ্ইয়া-হুম্

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে, তাদের জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে মুমিনগণ ও পুণ্যবানদের সমান করব?

وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٢﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ২ ع ১৮ রুকূ

ওয়া মামা-তুহুম ; সা—আ মা- ইয়াহ্কুমূন। (২২) ওয়া খালাক্বাল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা বিল্হাক্বক্বি

কতইনা নিকৃষ্ট তাদের! ফয়সালা, (বিবেচনা)! (২২) আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থতার সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেকটি

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ

ওয়া লিতুজ্যা- কুল্লু নাফ্সিম্ বিমা- কাসাবাত ওয়া হুম্ লা-ইউজ্লামূন। ২৩। আফারাআইতা মানিত্তাখাযা

লোককে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া যায় এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি তার প্রতি খেয়াল করেছেন? যে তার

إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ

ইলা-হাহূ হাওয়া-হু ওয়া আদ্বাল্লাহুল্লা-হু 'আলা- 'ইল্মিওঁ ওয়াখাতামা 'আলা- সাম্'ইহী ওয়া ক্বাল্বিহী ওয়া জ্বা'আলা 'আলা- বাস্বারিহী

কু-প্রবৃত্তিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাকে তার জ্ঞানের উপর বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ন ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর ঢেলে দিয়েছেন

غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

গিশা-ওয়াতান ; ফামাইঁ ইয়াহ্দীহি মিম্ 'বাদিল্লা-হি ; আফালা- তাযাক্কারূন। ২৪। ওয়া ক্বা-লূ মা-হিয়া ইল্লা- হায়া-তুনাদ্

পর্দা, সুতরাং আল্লাহর পরে, কে তাকে সত্য পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি এরপরেও উপদেশ গ্রহণ করবে না? (২৪) তারা বলে, আমাদের জীবনতো শুধু এ পার্থিব

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ سواء محياهم...... - কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি এ ধারণা করতে পারে যে, এক নাফরমান (পাপী) ব্যক্তি এবং একজন নেককার (সৎ) ব্যক্তি, এ দু'জনার সাথে আল্লাহ তায়ালা সমান (একই ধরনের) ব্যবহার করবেন? এবং উভয়ের পরিণাম কি একই ধরনের হবে? কখনই নয়। না তারা দু'জন এ পার্থিব জগতে বরাবর হতে পারে, না মৃত্যুর পরে। মুমিনগণ মৃত্যুর পরে পাবেন জান্নাত, অগণিত নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা। কাফিরেরা এসব কিছু থেকে থাকবে বঞ্চিত। (তাঃ ওসমানী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ على علم - অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, যে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে মানসিকভাবেই খারাপ। তার কুফর হওয়াটা আল্লাহ অবগত আছেন বলেই তাকে বিভ্রান্ত করেন। অথবা, সে (অবিশ্বাসী মুশরিক) আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার পরেও এবং বুঝার পরেও বিভ্রান্তির পথ গ্রহণ করেছে। (তাঃ ওসমানী)

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ

দুন্ইয়া- নামূতু ওয়া নাহ্ইয়া- ওয়ামা- ইউহ্লিকুনা~ইল্লাদ্ দাহ্রু, ওয়ামা- লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ 'ইলমিন্
জীবনই। আমরা (পৃথিবীতেই) মরি ও জীবিত থাকি। মহাকালই আমাদের ধ্বংস করে, কিন্তু তাদের এ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান নেই, তারা তো

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ

ইন্হুম্ ইল্লা- ইয়াজুন্নূন। ২৫। ওয়া ইযা- তুত্লা- 'আলাইহিম্ আ-য়া-তুনা- বায়্যিনা-তিম্ মা-কা-না হুজ্জ্বাতাহুম
শুধু মাত্র নিজ ধারণায় কথা বলে। (২৫) যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়; তখন তাদের কাছে এ কথা ব্যতীত আর অন্য কোন দলীল

إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

ইল্লা~আন্ ক্বা-লু'তূ বিআ-বা—ইনা~ইন্ কুন্তুম ছা-দিক্বীন। ২৬। কুলিল্লা-হু ইউহ্'ঈকুম্ ছুম্মা
থাকে না যে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এনে উপস্থিত কর। (২৬) বলুন, আল্লাহই তোমাদের জীবন দানকারী এবং

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়াজ্মা'উকুম্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রাইবা ফীহি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি
তিনিই তোমাদের মৃত্যু দাতা। তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, যাতে কোনই সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক

রুকূ ১৯ (৫/৩)
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ

লা- ই'য়ালামূন্ ২৭। ওয়া লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; ওয়া ইয়াওমা তাক্বুমুস্ সা-'আতু ইয়াওমাইযি
তা জানে না। (২৭) আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহী একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা

يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا

ইয়াখ্সারুল্ মুবত্বিলূন। ২৮। ওয়া তারা-কুল্লা উম্মাতিন্ জ্বা-ছিয়াতান্ কুল্লু উম্মাতিন্ তুদ্'আ~ইলা- কিতা-বিহা-;
হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) আপনি সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে হাঁটুর ওপর ভর করে থাকা অবস্থায় দেখতে পাবেন, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ডাকা হবে

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا

আল্ইয়াওমা তুজ্বযাওনা মা- কুন্তুম্ 'তামালূন। ২৯। হা-যা- কিতা-বুনা- ইয়ান্ত্বিক্বু 'আলাইকুম্ বিল্হাক্বক্বি ; ইন্না- কুন্না-
তার আমল নামার দিকে এবং আজ তোমাদের সে প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (২৯) এ আমার কিতাব, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য

نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ

নাস্তান্সিখু মা- কুন্তুম্ 'তামালূন। ৩০। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফাইউদ্খিলুহুম্
সত্য বলে দিবে। আমি তোমাদের কৃত কর্মগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (৩০) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের

رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ

রাব্বুহুম্ ফী রাহ্মাতিহী ; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ মুবীন। ৩১। ওয়া আম্মাল্ লাযীনা কাফারূ, আফালাম্
প্রতিপালক তাদের প্রবেশ করাবেন, তাঁর নিজ রহমতে (জান্নাতে)। এটাই তাদের প্রকাশ্য সফলতা। (৩১) যারা কাফির তাদেরকে বলা হবে তোমাদের

تكن ايتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين ﴿٣١﴾ واذا قيل

তাকুন্ আ-য়া-তী তুত্‌লা- 'আলাইকুম্ ফাস্‌তাক্‌বার্‌তুম্ ওয়া কুন্‌তুম্ ক্বাওমাম্ মুজ্‌রিমীন। ৩২। ওয়া ইযা- ক্বীলা
সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা অহঙ্কার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে বড়ই পাপী সম্প্রদায়। (৩২) আর যখন

ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان

ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি হাক্কুঁও ওয়াস্ সা-'আতু লা- রাইবা ফীহা- ক্বুল্‌তুম্ মা- নাদ্‌রী মাস্‌সা-'আতু, ইন্
বলা হত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সঠিক এবং কিয়ামত সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, তোমরা তখন বলতে, আমরা বুঝি না, কিয়ামত কি? আমাদের মতে

نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ﴿٣٢﴾ وبدا لهم سيات ما عملوا وحاق

নাজুন্নু ইল্লা- জান্নাঁও ওয়ামা- নাহ্‌নু বিমুস্‌তাইক্বিনীন। ৩৩। ওয়া বাদা-লাহুম্ সায়্যিআ-তু মা-'আমিলূ ওয়া হা-ক্বা
এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের কাছে তাদের খারাপ কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে

بهم ما كانوا به يستهزءون ﴿٣٣﴾ وقيل اليوم ننسكم كما نسيتم لقاء

বিহিম্ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ৩৪। ওয়া ক্বীলাল্ ইয়াওমা নান্‌সা-কুম্ কামা- নাসীতুম্ লিক্বা—আ
তারা ঠাট্টা করত, সেগুলোই তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে। (৩৪) এবং তাদের বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলব, যেভাবে তোমরা এ দিবসের

يومكم هذا وماوىكم النار وما لكم من نصرين ﴿٣٤﴾ ذلكم بانكم اتخذتم

ইয়াওমিকুম্ হা-যা- ওয়ামা'ওয়া- কুমুন্ না-রু ওয়া মা- লাকুম্ মিন্ না-স্বিরীন। ৩৫। যা-লিকুম্ বিআন্নাকুমুত্ তাখায্‌তুম্
সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, তোমাদের কোনই সাহায্যকারী থাকবে না। (৩৫) এ (শাস্তি) গুলোর কারণ, তোমরা আল্লাহর

ايت الله هزوا وغرتكم الحيوة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها

আ-য়া-তিল্লা-হি হুযুওয়াওঁ ওয়াগাররাত্‌কুমুল হা-য়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-, ফাল্‌ইয়াওমা লা- ইউখ্‌রাজূনা মিন্‌হা-
আয়াতসমূহ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং এ পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলেছিল, সুতরাং আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না

ولا هم يستعتبون ﴿٣٥﴾ فلله الحمد رب السموت ورب الارض رب

ওয়ালা-হুম্ ইউস্'তাতাবূন। ৩৬। ফালিল্লা-হিল্ হাম্‌দু রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বিল্ আর্‌দ্বি রাব্বিল্
এবং তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সুযোগ ও দেয়া হবে না। (৩৬) যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর প্রতিপালক

العلمين ﴿٣٦﴾ وله الكبرياء في السموت والارض وهو العزيز الحكيم ﴿٣٧﴾ ৪ ع ২১ ২০ রুকূ

'আ-লামীন। ৩৭। ওয়ালাহুল্ কিব্‌রিইয়া—উ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি, ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম।
ও সারা জাহানের প্রতিপালক। (৩৭) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা (শ্রেষ্ঠত্ব), তিনি মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ।

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ পাপাচারিগণের অসৎকার্যের প্রতিফল তারা ভোগ করবেই। তদুপরি দোযখে পতিত হয়ে তারা তিরস্কারমূলক ও হতাশাব্যঞ্জক কথাও শ্রবণ করবে। তাদেরকে বলা হবে যে, পৃথিবীতে তোমরা যেরূপ পরকালকে ভুলেছিলে, অদ্য আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তদ্রূপ ভুলেছি। এতে দোযখবাসীরা হতাশায় মুষড়িয়ে পড়বে। "আমি তোমাদেরকে ভুলে যাচ্ছি" অর্থে আল্লাহ তায়ালার যে বিস্মৃতি আসবে, তা নয়। এটা পরকাল অবিশ্বাসী দোযখবাসীদের প্রতি তিরস্কার ও হতাশাস্বরূপ বলা হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৫) ঃ ولاهم يستعتبون - অর্থাৎ পরকালে কাফিরদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না যে, তারা তওবা করে অথবা আল্লাহ তায়ালাকে রাজী-খুশী করিয়ে তাদের শাস্তি মওকুফ করাবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা আহক্বা-ফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৫
রুকূ ঃ ৪

পারা ২৬

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

১। হা-মী—ম্। ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম। ৩। মা- খালাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি

(১) হা-মী-ম; (২) এ কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ; যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৩) আমি আকাশ

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ

ওয়াল্ আর্‌দ্বা ওয়ামা- বাইনাহুমা~ইল্লা-বিল্‌হাক্বক্বি ওয়া আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ 'আম্মা~

ও পৃথিবী এবং তাঁর মধ্যস্থ সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যথাযোগ্য সৃষ্টি করেছি। যারা কাফির তাদেরকে সতর্কবাণী শোনাবার পরেও তা থেকে

اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا

উন্‌যিরূ 'মুরিদ্বূন। ৪। কুল্ আরাআইতুম্ মা-তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি আরূনী মা- যা-খালাক্বূ

মুখ ফিরায়। (৪) বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ যে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তাদের সম্পর্কে? আমাকে তোমরা দেখাও,

مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ

মিনাল্ আর্‌দ্বি আম্ লাহুম্ শিরকুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ; ঈতূনী বিকিতা-বিম্ মিন্ ক্বাব্‌লি হা-যা~

তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা তারা কোন অংশীদার আছে কিনা আকাশগুলীতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে এ কুরআনের পূর্ববর্তী

اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আও আছা-রাতিম্ মিন্ 'ইল্‌মিন্ ইন্ কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ৫। ওয়ামান্ আদ্বাল্লু মিম্মাই ইয়াদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি

কোন কিতাব অথবা পূর্ব বর্ণিত কোন তথ্য আমার কাছে উপস্থিত কর। (৫) সে ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে? যে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকে,

مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾ وَاِذَا حُشِرَ

মাল্ লা- ইয়াস্‌তাজীবু লাহূ~ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়া হুম্ 'আন্ দু'আ—ইহিম্ গা-ফিলূন। ৬। ওয়া ইযা- হুশিরান্

যে কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও তাকে জবাব দিবে না। বরং তারা তাদে ডাক সম্পর্কে বে-খবর। (৬) যখন সব মানুষকে সমবেত করা হবে,

النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ

না-সু কা-নূ লাহুম আ'দা—আওঁ ওয়া কা-নূ বি'ইবা-দাতিহিম কা-ফিরীন। ৭। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম

তখন সে (দেবতা) গুলো তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং সে (ভ্রান্ত মাবুদ)-গুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (৭) যখন তাদের সামনে আমার

اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

আ-য়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লাল লাযীনা কাফারূ লিল্‌হাক্বক্বি লাম্মা- জ্বা—আহুম্, হা-যা- সিহ্‌রুম্ মুবীন।

সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন কাফিরেরা এ সত্য বিষয় (কুরআন) সম্পর্কে বলে, যখন তা তাদের কাছে আসে, এটাতো প্রকাশ্য যাদু